Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/72	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1289b.s. (1882)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	By the author, printed by Bhubanmohan Ghosh, 210/1 Cornwallis Street at Victoria Press.
Author/ Editor:	Ramjay Bagchi	Size:	11x17cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Kabitakusum: vol.I	Remarks:	Literature: Poetry

কবিতাকুসুম।

(ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় কবিতাবলী ।)

প্রথম খণ্ড ।

"স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে,হস্তে, পরে না কি রজত চরণে ?"

প্রকাশক
শ্রীরামজয় বাগছী ।

কলিকাতা ।
২১০।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৯

উৎসর্গপত্র।

সোদরপ্রতিম

শ্রীমান্ প্রমোদকৃষ্ণ সিংহ M. A. B. L.

ভ্রাতঃ !

আমি আশৈশব তোমার পিতা ও পিতৃব্যগণের স্নেহ ও অনুকম্পার ছায়ায় পালিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি। কৃতজ্ঞতার অযোগ্য উপহার—এই ক্ষুদ্র কবিতাকুসুম তোমার করকমলে সস্নেহে অর্পণ করিলাম।

রাজসাহী।
১ লা অগ্রহায়ণ,
১২৮৫।

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন্।

পাঠকমহোদয়গণ পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া কথঞ্চিৎ সন্তোষ লাভ করিলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ কাব্যবিশারদ *M. A.* মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া পুস্তক খানির প্রুফ্ সংশোধনে আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কলিকাতা। }
১০ই মাঘ, ১২৮৯। } গ্রন্থকার।

দ্রষ্টব্য।

নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি অগ্রে সংশোধন করিয়া না লইলে, অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটিবে।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৯	১	করিত	করিতে
১০	২	কার।	কার
”	৮	হত,	হ’ত
৩৪	৭	এক	এক,
,,	৮	জানিয়া,	জানিয়া
৪১	১২	চিতানল	চিতা-অনল
৭৬	১৪	বিদারিবে	বিদায়িবে
৯৪	৪	খ্যাত	খ্যাতি
৯৫	৫	গুণী	গুণ-
,,	১১	জনক	জনকে
১১৫	১	হয়	হ’য়ে

১১০ পৃষ্ঠায় ফুট্‌নোটে শরৎ বাবুকে সাহিত্যসোপানের রচয়িতা বলা হইয়াছে। আমরা পরে জানিলাম সাহিত্য-সোপান-রচয়িতা শরৎ বাবু কবিতায় উক্ত শরৎ বাবু নহেন।

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। নিশীথকাল।	১
২। চিরদিন সমভাবে থাকে কবে কার?	৯
৩। বাদিয়া-কর-ধৃত-রজ্জু-বদ্ধ বানর।	১২
৪। নবপিঞ্জর-বদ্ধ বিহঙ্গ।	১৭
৫। নিশীথে “চোকগেল!” পাখী।	২০
৬। মহারাণা প্রতাপসিংহ।	২৭
৭। আফ্রিকা প্রান্তরে গতপ্রাণ প্রিন্স্ নেপোলিয়ান্	৫৪
৮। নির্জ্জন কারাবাসীর বিলাপ।	৬২
৯। পাপীর অনুতাপ।	৭৩
১০। দিল্লীতে ভারতেশ্বরী।	৭৭
১১। বঙ্গে যুবরাজ।	৮৭
১২। নাটোর দরবারে সর রিচার্ড টেম্পল।	৯২
১৩। বোয়ালিয়ায় সর আসলী ইডেন।	১০৩
১৪। স্নেহাস্পদ ভগ্নাশ যুবকের প্রতি।	১১০
১৫। মৃত মহাত্মা কুমার কেদারনারায়ণ রায়।	১১৩
১৬। কালকবলিত হায় যুগল রতন!	১১৮
১৭। আবার হইল কি রে অশনিপতন!	১২৬
১৮। হরিল কি কাল অই মোক্তার-রতন!	১৩০

১৯। কল্পনা না সত্য ? ১৩৪
২০। শরৎকালে বিদেশস্থ বাঙ্গালীর বঙ্গভূমির প্রতি। ১৩৬
২১। মুমূর্ষু যুবার স্বপ্নে মাতৃদর্শনে খেদ। ১৩৮
২২। মাতঃ জন্মভূমি! যাচিনু বিদায়! ১৪৩

কবিতাকুসুম।

প্রথম খণ্ড।

নিশীথ-কাল।

১

গত অৰ্দ্ধকাল, নাহেরে পতিরে,
বিভাবরী বিষাদিনী।
তমসা অম্বরে, আবরিয়া দেহ,
কাঁদিছে যেন দুঃখিনী॥

২

তার দুঃখ হেরে, নীরব প্রকৃতি,
নির্জীব প্রায় অবনী।
ক্বচিৎ বিহঙ্গ, ভগ্ননিদ্র, নীড়ে
করিছে কূজন ধ্বনি॥

৩

মাতৃকোলে শিশু, জাগিছে, কাঁদিছে,
আরাম লভিছে কেহ।
কত দীননেত্রে, ঝরিতেছে অশ্রু,
আর্দ্রিয়া অম্বর দেহ॥

৪

কত নিরাশ্রয়, সুপ্ত তরুমূলে,
কাঁদে কত বিরহিনী।
শ্রীহীন সম্রাট, কত চিন্তাকুল,
আসন্ন বিপদ গণি॥

৫

দারা-পুত্র ত্যজি, দেশান্তরে কেহ,
রয়েছে অর্থের তরে।
স্মরি প্রাণোপম, বনিতা তনয়,
ভাসিছে শোক-সাগরে॥

৬

হায় এ সময়! কেন উল্লসিত,
নৃশংস মানব মন?
চুরি, ব্যভিচার, নরহত্যা পাপে,
রত যারা অনুক্ষণ॥

৭

ছার রাজ্য হেতু, রাজপ্রাণনাশে
রত যে পাপী অধম।
রিপুদাস যারা, সতীত্ব হরণে,
সভয়ে করে উদ্যম॥

৮

কে তুমি নিশীথে, কামমত্ত হয়ে,
পশিছ গৃহের মাঝে?
ভীমহস্তে তব, শমনসদনে,
যাইতে হবে অব্যাজে॥

৯

পরনারী-রূপে, কেনরে মজিলি?
রে পাপি! রিপুর দাস!
আশ্রিতা সৈরিন্ধ্রী—প্রতি অত্যাচার?
এ পাপে হইবি নাশ॥

১০

পুত্র স্নেহে ভুলি, পাপের ছলনে,
করিলে কি পাপাচার!
পিতৃহীন পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়
(আশ্রিত যারা তোমার)॥

১১

নিশীথে পাণ্ডবে, যতু-গৃহে নাশি,
পুত্রে দিবে রাজ্যধন,
এ মন্ত্রণা কেন, করিলে হে অন্ধ—
নৃপতি, কৌরবাধম।

১২

দ্রুপদে দণ্ডিয়া, পিতার সম্মান
রক্ষিল যে বীরবর।
ভাল কৃতজ্ঞতা, দেখাইলে তুমি
কৃতঘ্ন দ্বিজপামর!

১৩

ত্যজি পাণ্ডু কেন, কুরুপক্ষে রণ?
যুদ্ধ কি দ্বিজের ধর্ম্ম?
নিশীথে মারিলে, সুপ্ত পাণ্ডু সুতে,
এই কি বীরের কর্ম্ম?

১৪

যার তুষ্টি হেতু, এ হেন ভীষণ,
পাপেতে হলে মগন।
হায় কি বলিব, তুমি গুরুপুত্র
ঘটালে তার নিধন!

১৫

কি কর কি কর, হা ধিক্ তোমারে
সেনানী কি কাজে রত?
যে জন তোমারে, পালে পুত্রসম
বধিতে তারে উদ্যত!

১৬

শত্রুও যদ্যপি আশ্রিত, নিদ্রিত
হয়, তবু বধ্য নয়।
আনি নিমন্ত্রিয়া, রাজ অতিথিরে
যতনে নিজ আলয়,—

১৭

কোন প্রাণে হায়, নির্দ্দয় পামর
বধিলে নিদ্রিত প্রাণী?
ধিক্! নরহন্তা পাপী "ম্যাক্‌বেথ"
মানবকুলের গ্লানি!

১৮

শয়িতা নিশীথে, সরলা প্রতিমা
নাহি কোন চিন্তালেশ।
পতিগত প্রাণ, পতিসেবা রত,
না জানে যাতনা ক্লেশ॥

১৯

বিবেকবিমূঢ় হয়ে হে "ওথেলো" !
কি নিষ্ঠুর কাজে রত।
স্বকরে কৃপাণ ধরি, অভাগীরে
নির্দ্দোষে করিলে হত ॥

২০

মানিলাম পাপী, ছিল যদি হায়
দুরাত্মা নিকষাত্মজ।
ছিল নাকি বীর— ধর্ম্ম মেঘনাদে,
অজেয় রাবণাঙ্গজ ॥

২১

তবে কেন হায়, ত্যাজি ক্ষত্র ধর্ম্ম,
পশিয়া যজ্ঞ আগার।
ইষ্টচিন্তাপর, যবে ইন্দ্রজিত,
করিলে তারে সংহার ॥

২২

গাঢ় অন্ধকার, নিশিথ সময়ে,
রে দুরাত্মা কাপালিক।
সরলা সতীরে, ডুবাইলি জলে ?
দুরাচার ! তোরে ধিক্ !

২৩

হায় মা বসুধে ! কেন তব হেতু,
দুর্দ্দান্ত মানবগণ।
স্বজাতিশোণিতে, আর্দ্রিয়া তোমায়,
পাপে রত অনুক্ষণ ?

২৪

কত জনপদ, ভস্ম হয় হায়,
দগ্ধ কত রাজধানী।
কত নরপাল, সমুকুট ছিন্ন,—
শীর্ষ হয়ে, ত্যজে প্রাণী ॥

২৫

কত ক্ষত্র বীর, করি রণ জয়,
নিশীথে সুপ্ত শিবিরে।
অকস্মাৎ পশি, পামর যবন,
নাশে সুপ্ত ক্ষত্রবীরে ! !

২৬

ন্যায় যুদ্ধ যদি, করিত যবন,
হতনা ভারতাধীন।
কত ষড়যন্ত্র বিশ্বাসঘ্নতায়,
হায় বঙ্গ পরাধীন !!

২৭

নহে দিন দূর, প্রতাপ আদিত্য,
বঙ্গ স্বাধীনতা-আশ।
যার বাহুবলে, কঁাপিত অরাতি,
সম্রাট গণিত ত্রাস॥

২৮

যবন সেনানী, পশি রায়গড়ে,
নিশীথে করিয়া রণ।
বধি রাজসেনা, (সুপ্ত ছিল যবে)
প্রতাপে করে বন্ধন॥

২৯

কি বলিব হায়! বলিব কেমনে,
সে দিনের অত্যাচার!
যার পাপাচারে, দগ্ধ বঙ্গবাসী,
করেছিল হাহাকার॥

৩০

সিরাজ!
ক্ষুদ্র গৃহে হায়, শতাধিক জনে,
রাখিয়া নিশীথ কালে।
অসীম যাতনা, দিয়ে প্রাণীকুলে,
বধিলে পাপী! অকালে॥

৩১

ব্রিটীশ পীড়ন, না করিত যদি,
ক্লাইব হতোনা পর।
ঘৃণিত হতনা "নিগার বাঙ্গালী"
তোর তরে রে পামর!

চিরদিন সমভাবে থাকে কবে কার?

বরষা বিভাতে, শরতে রঙ্গে,
যাই দেখিবারে বান্ধব সঙ্গে। ১
নবাবের গঞ্জে, পদ্মার তীরে,
হেরে ভাসিলাম নয়ন নীরে। ২
কত সৌধাবলী গৃহ বিতান,
রসাল কাঠাল বাঁশ বাগান। ৩
সহিত ভূখণ্ড, নদী কবলে
পশেছে দেখিয়া, নয়ন জলে। ৪
ভাসে অধিবাসী—বিকল প্রাণ!
পতিত বিপদে না হেরি ত্রাণ। ৫
যে গৃহে জনম, শৈশব খেলা,
যৌবনে যাহায় করেছে লীলা। ৬

বার্দ্ধক্যের যাহা বিশ্রামাগার।
হেরে জলমগ্ন, না হয় কার। ৭
ব্যথিত হৃদয়? বিষম শোকে,
ভ্রমে নিরাশ্রয় গ্রামিক লোক। ৮
নেহারি এ দৃশ্য নদীর প্রতি।
কহিলাম দুঃখে করি মিনতি। ৯
"কোথা সে তরঙ্গ নর আতঙ্ক।
শব্দে যার প্রাণী হত,সশঙ্ক। ১০
কোথা সে বিপুল সলিল রাশি,
তীরবৎ যাহা যাইত ভাসি। ১১
আরোহীর সহ তরী সকল।
হেরে পোতারোহী হত বিকল। ১২
কোথা সে লহরী ভীষণাকার।
করিত যা তার হৃদি বিদার। ১৩
কোথায় সে ভীম জলের পাক
জীব কুল ত্রাস যাহার ডাক। ১৪
কোথা এবে সেই দ্রুতগামী নীর।
গরাসিল গ্রাম আক্রমি তীর। ১৫
যৌবনোন্মত্ত অধীরা হয়ে,
কত নর হৃদে যাতনা দিয়ে। ১৬

গ্রাসিয়া কাহার তনয় মুখ,
বিনাশিলা হায়! এ বিশ্ব সুখ। ১৭
পতিহীনা পত্নী ভূমে লোটায়।
কান্তাহীন কেহ কাঁদিছে হায়। ১৮
মাতৃহীন শিশু করে রোদন।
পুত্র শোকে মাতা হত চেতন! ১৯
অগ্রজ ভাসিছে তোমার নীরে
নেহারি অনুজ আকুল তীরে। ২০
দুদিনের জন্য বল কে আর।
তরসম নাশে সুখ সংসার ২১
যৌবনে পীড়িলে পরের মন।
তেঁই শূন্যনীরা তুমি এখন! ২২
এবে রুদ্ধ স্রোত—সিকতাময়।
মরি হেরি নদি! তব হৃদয়। ২৩
সম্পদে করিলে গর্ব্বিতাচরণ,
তেঁই তব হৃদে করে গোচরণ,
কিম্বা নীল বুনে ওয়াট্‌সন।" ২৪
সম্পদ, গরিমা,প্রতাপ সব।
স্থায়ী নহে ভবে বুঝি মানব। ২৫
বৃথা ধনমদগর্ব্বে অতঃপর।

দুঃখিরে পীড়িতে হওনা তৎপর। ২৬
ঘোরে ফিরে সুখ দুঃখ বিধি বিধাতার।
চিরদিন সমভাবে থাকে কবে কার? ২৭

বাদিয়া-কর-ধৃত-রজ্জু-বদ্ধ-বানর।

১

বৎসরান্তে কপি! আইলা আবার—
দেখাইতে দুঃখ-দশা কি তোমার?
দুঃসহ জ্বলনে দহে অনিবার
তব দুঃখে হিয়া, পাষাণ গলে,

২

কি নিষ্ঠুর হায়! পালক তোমার
অল্পাহারে তব অস্থিমাত্রসার
তথাপি যথেচ্ছ করিছে প্রহার—
লৌহের শৃঙ্খল পরায়ে গলে

৩

অর্জ্জন আশায় ভ্রমিছে কেবল,
প্রান্তরে, বাজারে, গৃহে, সর্ব্ব স্থল,
ক্ষুধায় হইলে শরীর বিকল
তথাপিও পাপী ফিরে না চায়।

৪

ধনাশায় হায় এমনি বিহ্বল
পিপাসা পাইলে নাহি দেয় জল,
গলবদ্ধ রজ্জু ধরি করতলে
প্রহারে পীড়িয়া তবু নাচায়।

৫

আহা ওই তব উপার্জ্জিত ধনে,
বঞ্চিয়া তোমায় লয় সে আপনে,
কিছুই কি দয়া উপজেনা মনে,
হায়রে এমনি নির্দ্দয় প্রাণ!

৬

মরি! কি সুন্দর স্বাধীন জীবনে
বিহরে বানর কাশী বৃন্দাবনে,
কর্ম্ম ফলে তুমি বাদিয়ার সনে
বদ্ধ,—এ জীবনে নাহিক ত্রাণ।

৭

হে মানব! তুচ্ছ আমোদের তরে
কি কৌতুক দেখ নাচায়ে বানরে?
জীবদুঃখে কিহে নয়নে না ঝরে
বারি-বিন্দু তব? হাঁস কি সুখে?

৮

স্মর আপনার দশা অতঃপর
কপি অপেক্ষায় হবে না অন্তর।
করিওনা ঘৃণা ভাবিয়া "বানর"।
চিন্ত চিতে, মর্ম্ম দহিবে দুখে।

৯

শুধাও কপিরে পাবে উপদেশ
বলিবে তোমায় পেতেছে যে ক্লেশ;
বল মনোদুঃখ করিয়া বিশেষ
(সমদুঃখীদুঃখ না রহে যায়)।

১০

কপি মর্ম্ম স্থানে প্রবেশ যতনে
মর্ম্মভেদী বাক্য পশিবে শ্রবণে
বিষাদে বহিবে ধারা দুনয়নে
শুন শাখামৃগ কি বলে হায়!

১১

"পূরব বংশেতে কেহবা আমার
উপাড়ে স্ববলে শৈলেন্দ্র দুর্ব্বার—
রামচন্দ্র সনে মিত্রতা কাহার—
কেহ বা নিমেষে তরে সাগর।

১২

কেহ রাজমন্ত্রী দিত সুমন্ত্রনা।
হায়রে কিকব বিধিবিড়ম্বনা
যাদিয়ারা রজ্জু ধরিয়া অধুনা
নাচায়, নাচি। সেই বংশধর।"

১৩

কি বলিব হায়! ওহে কপিবর!
যে দুঃখে তোমার দহিছে অন্তর
আমরাও সেই দুঃখে নিরন্তর
দহিতেছি, দুঃখী হায় নিশিদিন।

১৪

যে ভারতে আর্য্য মহীপালগণ
শাসিয়াছে কত রাজ্য অগণন,
সেই আর্য্যকুলে মোদের জনম।
ভাগ্য দোষে মোরা আজ পরাধীন।

১৫

স্মৃতি, মহাকাব্য, বেদান্ত, দর্শন,
প্রসবিল পূর্ব্বে যেই আর্য্যমন,
সেই আর্য্যবংশে মোদের এখন
সেই মন, অনুকরণে রত।

১৬

যে ভারত ছিল রতনের খনি
যে ভারত ছিল সুশস্যশালিনী,
সে ভারত আহা আজ কাঙ্গালিনী—
কি ছিল। কি হল! হায় ভারত!

১৭

ওহে রামচন্দ্র পূত গুণাকর!
যে জাতি সহায়ে তরিলে সাগর,
এস যদি আজ পাপ মর্ত্ত্য'পর
সে জাতির দশা দেখিতে হায়!

১৮

বিক্রমে যাহারা ছিল অতুলন,
অক্লেশে করিল অরাতি দলন,
দুরদৃষ্ট কিবা! দৈব বিড়ম্বন!
তার বংশধরে বাঁধে বাদিয়ায়!

১৯

যে জাতি করেছে ব্যবস্থা রচনা
যে জাতি করেছে জ্যোতিষ গণনা,
এখন সে জাতি ভুলিয়ে আপনা
ভ্রমে হীন কাজে, হয়ে কাতর!

২০

পূজ্য দেবভাষা ভুলেছে সবাই
সমাদর তার এবে অন্য ঠাঁই!
ভারত বাসির যত্ন তাহে নাই
শিক্ষা তরে তাই যায় দেশান্তর।

২১

বৃথায় সে সব স্মরিয়া কি ফল
আশাই দুঃখীর জীবনসম্বল,
জীর্ণ হ'লে ছিন্ন হইবে শৃঙ্খল
বিচরিবে পুনঃ স্বাধীন মনে,

২২

বন্দী হেতু দুঃখ না ভাব অন্তরে
ধরাধিপও বন্দী ছিল দ্বীপান্তরে
বিমুক্ত বন্ধন কিছু দিনান্তরে
হইবে, এ আশা পোষ যতনে।

নব পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গ।

১

নূতন পিঞ্জরে পশি ময়না বিহঙ্গ,
রহিছে কি তব মনে সন্তোষ তরঙ্গ?
কেন হবে সুখ? দুঃখ হলোনাত ভঙ্গ,
দৃঢ়তর বন্দী আর (ও) হায়! যথা বঙ্গ!

২

প্রাচীন পিঞ্জর হতে যদি কোন দিন
পারিতে করিলে চেষ্টা হইতে স্বাধীন।
বিহরিতে স্বজাতির সহিত, বিহঙ্গ !
খাইতে মনের সুখে আরণ্য পতঙ্গ।

৩

পালক তোমায় বড় ভাল বাসে ব'লে
অবরোধ করিয়াছে অতি কুতূহলে,
খেতে দেয় ঘৃত, দুগ্ধ, তোষে সুবচনে
পড়ায় পবিত্র নাম পরম যতনে।

৪

তথাপি অসুখে পাখি, চঞ্চল চরণে
ভ্রমিতেছ পিঞ্জরের মাঝে প্রতিক্ষণে,
পক্ষপুট নিশ্চল হতেছে দিন দিন
তবু তব আছে চেষ্টা হইতে স্বাধীন।

৫

বিহরে সম্মুখে মুক্ত বিহঙ্গ নিচয়,
তা দেখি হয় কি তব দুঃখের উদয় ?
হয় যদি, শুন তবে মম এ সম্বাদ
আমাদের দশা দেখ, না রবে বিষাদ।

৬

তব দুঃখ হেতু নহে স্বজাতি তোমার।
আমাদের স্বজাতীর শুন ব্যবহার।
করিণী যেমন করি বন্দীর নিদান
হায়রে। স্মরিতে দুঃখে দগ্ধ পাপ প্রাণ।

৭

বাঙ্গালীই বাঙ্গালীর এদুঃখের হেতু—
ভেঙ্গেছে বঙ্গের হায় ! স্বাধীনতা সেতু
দেখ পাখি আমাদের অদৃষ্টের ফের
না সম্ভাষে মিষ্টভাষে রক্ষক মোদের।

৮

প্রচণ্ড প্রতাপে সদা শঙ্কিত পরাণ,
বিষাদে বিদরে হিয়া, বিশুষ্ক বয়ান,
প্রদানে সন্তানে শস্য বঙ্গ নিরন্তর
শ্রমজাত খাদ্য হায় ! যায় দেশান্তর।

৯

অভাগা বাঙ্গালী আহা তবু নিরুদ্যম
ইচ্ছা নাই এদশা করিতে অতিক্রম।
স্মরিতে নয়নে বহে সলিল তরঙ্গ
দুর্ভিক্ষেও করে করে সাঙ্গ এবে বঙ্গ।

১০

উন্নতি পতন যদি প্রকৃতি নিয়ম
হবেনা কি আমাদের দশা ব্যতিক্রম।

নিশীথে "চোক গেল" পাখী।

১

গাঢ় তমোময় নিস্তব্ধ নিশীথে
কভু বা করিছে কুক্কুর চীৎকার;
লম্পট, তস্কর, অভীষ্ট সাধিতে
সভয়ে করিছে চরণ সঞ্চার।

২

বিগত নিশীথে জনমের তরে
হারায়েছে যেই তনয় রতন
নীরবে কাঁদিছে, ভাবিছে বা কত
"কা'ল বাছা জিয়ে ছিল এতক্ষণ"!

৩

ওই স্থানে বসি শিয়রে বাছার
ফেলিয়াছি আহা পাপ আঁখিনীর
ওই স্থানে হায় হারায়েছি আমি
জীবনসম্বল এই দুখিঃনীর।

৪

সমস্ত দিনের সে কঠোর শ্রমে
বিশীর্ণশরীর বদন মলিন
কারাগৃহে বন্দী চিন্তিছে বসিয়া
মুক্তির আর বাকী কত দিন।

৫

অনাদিষ্টদণ্ড হত্যাঅভিযুক্ত
কি হইবে কালি দশা আপনার
চিন্তিছে বিষাদে (হায়! বিনা দোষে)
হবে বুঝি প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রচার।

৬

ভাবসংরক্ষণ, শব্দসংযোজনে
চিন্তাপর কবি বসিয়া বিজনে
উপমার তরে মরি শূন্য মনে
দেখে বিশ্বশোভা কল্পনানয়নে।

৭

দিবা যুদ্ধে হায়! দেখি সেনাক্ষয়
শিবিরে সেনানী নিমগ্ন চিন্তায়
নিশি অবসানে শত্রুসনে রণে
হইবে কেমনে উদ্ধার উপায়।

৮

এজগতীতলে এ নিশীথকালে
কত ভাগ্যহীন প্রাণী চিন্তাকুল
নীরবে কাঁদিছে, হাসিছে বা কেহ
আশার কুহকে আনন্দে অতুল।

৯

স্বৈরিণী কামিনী নায়কের তরে
গৃহের কবাট করি অনর্গল
পদশব্দ আশে বসি একাকিনী—
চিন্তিছে স্বকরে স্থাপি গণ্ডস্থল।

১০

তরুপত্র কভু নড়িছে, পড়িছে
প্রিয় পদশব্দ! ভ্রমে ভাবি তায়
বাহিরি প্রাঙ্গণে, নাহেরি স্বজনে
পুন শূন্য মনে গৃহমাঝে ধায়।

১১

হেন কালে পাখী "চোক গেল!" বলি
কি হেতু সঘনে করিছে চীৎকার,
সত্য কি বিহঙ্গ! হইয়াছে ব্যথা
এই পাপ দৃশ্যে নয়নে তোমার?

১২

তাই "চোক গেল!" বলি এ নিশীথে
কূজিছ আকুলি মানবের মন।
কিম্বা শ্লেষ কর বঙ্গবাসীজনে
বাঙ্গালীর কার্য্য করি বিলোকন

১৩

কিম্বা বাঙ্গালীর দারুণ দুর্দ্দশা
দেখিতে অশক্ত নয়ন তোমার
পর দুঃখে দ্রবহৃদয় হইয়া
"চোক গেল!" বলি করিছ চীৎকার।

১৪

চক্ষু সত্বে করি অন্ধ প্রায় কাজ
তাই দেখি বুঝি দিতেছ ধিক্কার
"চোক গেল!" বলি? উপদেশচ্ছলে
এনিশীথ কালে বাঙ্গালী সবার

১৫

"চোক গেল!" কেন? থাকিলে ত যাবে?
বহুদিন হতে গিয়াছে নয়ন
পলাই যে দিন ছাড়ি সিংহাসন
সপ্তদশ জনে দিয়ে রাজ্যধন।

১৬

অথবা সে দিন যেই দিনে হায়
(ভবিষ্যত অন্ধ) আমরা সবে
ষড়যন্ত্রে লই নবাব আসন
ভঙ্গ দিয়ে জয় প্রায় আহবে

১৭

সেই দিন হ'তে নাহিরে নয়ন
সব দেখিতাম থাকিলে লোচন—
স্নেহের আস্পদ স্বদেশ সম্পদ
ত্যজিতাম কিহে করি পলায়ন?

১৮

আর্য্যবীর্য্যবল গেছে রসাতল
রোদন সম্বল ছিল এতদিন
কাব্য বা নাটকে হায় কাঁদিতাম
তাও হ'ল নব বিধানে বিলীন !! *

১৯

সেই দিন হতে ভারত তপন
প্রতীচী গগনে হইল উদিত ;
পুরবে উদিলা পুনঃ "অৰ্দ্ধনিশি,"
হইল তপন তাপ অস্তমিত !!

---

* অধুনা মহাত্মা লর্ড রিপনের আদেশে উক্ত আইন ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসে রহিত হইয়াছে।

২০

বিপরীত দেখি বিধির বিধান,
অশক্ত দর্শনে তাই বার বার
কুজিছে বিহঙ্গ "চোক গেল!" বলি
ভারতে সে রবি উদিবে আবার?

২১

অহো! পুরাকালে দেখেছ অনেকে
সৰ্ব্বস্ব করিতে দীনে সম্প্রদান,
অক্ষোভে ছেদিলা তনয়ের শির
দ্বিজতৃপ্তি তরে কর্ণ মতিমান।

২২

দেবহিত হেতু ত্যজিলা দধীচি
দেহ আপনার ; নরে অতুলন,
নাশি ক্ষত্র বীর বিজিত পৃথিবী
দিলা দ্বিজবরে, ভৃগুর নন্দন।

২৩

খ্যাত চরাচর মহানৃপবর
হরিশ্চন্দ্র নিজ দান বলি মুখে,
বিফলবাসনা হইল ভূপাল
নারিলা যাইতে সে ত্রিদিব লোকে।

২৪

যেই দেশে হায়! দানের বিষয়
না বলি স্বমুখে, রাখিত ছাপা;
এখন কজনে দান করে দীনে
অনুরোধ বিনে কাগজে ছাপা!

২৫

কত রাজদ্বারে মুষ্টিভিক্ষা তরে
বৃথাশ্রমে ভিক্ষু দরিদ্রশেষ,
দিনান্তে যাদের জোটেনা আহার,
পরা ছিন্নবাস, মলিন বেশ।

২৬

হেন জনে দান নাহিক বিধান
(কেন না,এদান হয় "বে-দলিলী")
একুদৃশ্য দেখি কূজিছে কিপাখী
এ নিশীথ কালে "চোকগেল!"বলি?

মহারাণা প্রতাপসিংহ।

১

হল্‌দি ঘাটের সেই ভীষণ সংগ্রামে *
প্রকাশিয়া বীরবীর্য্য অতুল সংসারে
নারিলা লভিতে জয় হায় দৈববামে!
বিনাশি বিপুলসংখ্য বিপক্ষ সেনারে!

২

অস্ত্রাহত অশ্বর 'চৈতকে' রাজন
আরোহিয়া রণক্লান্ত, শ্রান্ত কলেবরে
পরাজয়, সেনাক্ষয় করিয়া চিন্তন
চলেছে একাকী আহা বিষণ্ণ অন্তরে!

৩

হায়! যথা বাসন্তীয় সনবপল্লব—
শোভমান শাখাসহ মহীরুহচয়
প্রচণ্ড নিদাঘ বাতে (কে হেন মানব?)
ভগ্নশাখ (দেখে যার না দ্রবে হৃদয়!)

৪

প্রমর বা অগ্নিকুল কিংবা ঝালাকুল
সংগ্রাম সাহায্যকারী যাহারা রাণার
স্বাধীনতা তরে আহা! যুঝিয়া অতুল
অসংখ্য তুরকীসৈন্যে করিয়া সংহার,

* ১৫৭৬ সালে এই যুদ্ধ ঘটে।

২৪

যেই দেশে হায়! দানের বিষয়
না বলি স্বমুখে, রাখিত ছাপা;
এখন কজনে দান করে দীনে
অনুরোধ বিনে কাগজে ছাপা!

২৫

কত রাজদ্বারে মুষ্টিভিক্ষা তরে
বৃথাশ্রমে ভিক্ষু দরিদ্রশেষ,
দিনান্তে যাদের জোটেনা আহার,
পরা ছিন্নবাস, মলিন বেশ।

২৬

হেন জনে দান নাহিক বিধান
(কেন না,এদান হয় "বে-দলিলী")
একুদৃশ্য দেখি কূজিছে কিপাখী
এ নিশীথ কালে "চোকগেল!"বলি?

মহারাণা প্রতাপসিংহ।

১

হল্‌দি ঘাটের সেই ভীষণ সংগ্রামে *
প্রকাশিয়া বীরবীর্য্য অতুল সংসারে
নারিলা লভিতে জয় হায় দৈববামে!
বিনাশি বিপুলসংখ্য বিপক্ষ সেনারে!

২

অস্ত্রাহত অশ্ববর 'চৈতকে' রাজন
আরোহিয়া রণক্লান্ত, শ্রান্ত কলেবরে
পরাজয়, সেনাক্ষয় করিয়া চিন্তন
চলেছে একাকী আহা বিষণ্ণ অন্তরে!

৩

হায়! যথা বাসন্তীয় সনবপল্লব—
শোভমান শাখাসহ মহীরুহচয়
প্রচণ্ড নিদাঘ বাতে (কে হেন মানব?)
ভগ্নশাখ (দেখে যার না দ্রবে হৃদয়!)

৪

প্রমর বা অগ্নিকুল কিংবা ঝালাকুল
সংগ্রাম সাহায্যকারী যাহারা রাণার
স্বাধীনতা তরে আহা! যুঝিয়া অতুল
অসংখ্য তুরকীসৈন্যে করিয়া সংহার,

* ১৫৭৬ সালে এই যুদ্ধ ঘটে।

৫

নিবারিয়া শত্রুগতি ভুজবীর্য্য বলে
স্বদেশের তরে প্রাণ দিলা আপনার।
দেশ হিতে প্রাণ দিতে তৎপর সকলে।
রাজস্থান রাজপুত দৃষ্টান্ত ধরার।

৬

অসংখ্য মোগল সৈন্য তেজোদুর্নিবার
দ্বাবিংশ সহস্র সেনা রোধিলা সে গতি
থার্ম্মপলী রণভূমে হেলাসকুমার
জরকসিস্ সেনাদলে দলিলা যেমতি।

৭

চতুর্দ্দশসহস্র সে রাজপুত সেনা
পড়িয়া সমর ক্ষেত্রে ভীষণ প্রহারে।
রক্ত বহে ক্ষতদেহে, তথাপি বেদনা
বোধ নাই, শত্রুসেনা সহর্ষে সংহারে।

৮

ভারতদুর্গতিমূল কুরুক্ষেত্র রণে
একঘ্নী আঘাতে যবে হিড়িম্বাতনয়
পড়িয়া, অন্তিমে চাপি কুরুসেনাগণে
বিনাশি সহর্ষে, যথা গেলা যমালয়।

৯

সমগ্র-ভারত-বল যার ভুজবলে
কাতর, সে বীরহিয়া তাপিত বিষাদে
"অম্বরাধিপের মাত্র অপূর্ব্ব কৌশলে
সাহসী তৈমুরসেনা সম্মুখ বিবাদে!

১০

"ধিক্ রাজা মানসিংহে ক্ষত্রিয়কলঙ্ক
স্বভগ্নী যবনে দিয়া হলি পরাধীন
কলুষিত করিলি হা! জননীর অঙ্ক
অনন্ত নরকে দেহ হইবে বিলীন।

১১

দেবালয়, স্বাধীনতা, স্বদেশ, গোধন,
রক্ষা হেতু প্রাণদান বুঝি অবিহিত?
দেশবৈরী দেবদ্বেষী বিধর্ম্মী যবন—
দাস হয়ে, পানে মত্ত স্বজাতিশোণিত

১২

"রক্ষাহেতু কুল, মান, স্বাধীনতা ধনে
স্বজাতি, গৌরব, জন্মভূমির লাগিয়া,
সে পামর, কাতর যে প্রাণ বিসর্জ্জনে,
বরঞ্চ নিধন শ্রেয়ঃ স্বধর্ম্মে থাকিয়া।"

১৩

“ছিলনা অসিতে ধার? বাহুযুগে বল?
ক্ষত্রঅস্ত্র বিরত কি বৈরীবিনাশিতে?
রাজপুত কুলাঙ্গার! ধিক্—চিতানল
ছিলনা কি সোদরার সতীত্ব রক্ষিতে।”

১৪

রোষে ক্ষোভে মানসিংহে মানসে গঞ্জিয়া
অতিক্রম করে ক্রমে প্রকাণ্ড প্রান্তর
“মহারাণা ক্ষম দাসে” সহসা শুনিয়া
দাড়াইলা মহাবীর স্তম্ভিত অন্তর।

১৫

অদূরে অনুজে হেরি চিনিলা রাজন্
“শক্ত”—অনুরক্ত যেই ছিল তুরকীর;
আনন্দে আশীষি চুম্বি করে আলিঙ্গন
সাদরে প্রণত শক্তে তুলি মহাবীর।

১৬

“নরাধিপ”! কহে শক্ত সজললোচনে
“ জন্মভূমি, ভ্রাতৃস্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া,
পাপী আমি, তেঁই সেই পামর যবনে
পূজিলাম, এতকাল দাসত্ব করিয়া।

১৭

“ক্ষমদাসে নরনাথ! দেহ পদেস্থান,
করিনু প্রতিজ্ঞা এই স্পর্শি ও চরণ—
এই মুক্ত অসিবরে তুর্কিরক্তে স্নান
করাইব, দেশ হিতে দিব এজীবন।”

১৮

“স্বাধীনতা ক্রীড়াভূমি হায় রাজস্থান—
কিরীট স্বরূপ যার চিতোর নগরী
তুলিলা তুরকী তাহে বিজয় নিশান
দগ্ধিয়া অনলে যবে ভস্মময় করি।

১৯

“সেই হতে রাজ্যসুখ ত্যজিয়া রাজন,
ভ্রমিছ সংসারত্যাগী তপস্বীর প্রায়
উপাধান বাহুমূল, শিলায় শয়ন
ভক্ষ্য তরুফল, পান নির্ঝর ধারায়।

২০

“ধন্য তুমি দৃঢ়ব্রত, পবিত্রজীবন,
সূর্য্যকুলঅলঙ্কার, বীরত্বআধার!
প্রতিজ্ঞা—না দলি বৈরী রাজসিংহাসন
লইবেনা, চিতোরের না করি উদ্ধার।

২১

"দেখিনু নয়নে আজ বীরত্ব অদ্ভুত
অসংখ্য যবনসৈন্য মাঝে প্রবেশিয়া
তাড়াইলে জাহাঙ্গীরে, যথা বায়ুসুত
কুরুরাজে কুরুক্ষেত্রে, বাহিনী দলিয়া

২২

"বীরত্বের যশোগানে, মত্ত বীরমদে,
কার না নাচেরে হিয়া ক্ষত্রিয় তনয়
দেশ বৈরী বিনাশনে? তেঁই তবপদে
বধিতে বিধর্ম্মী পুনঃ, লইনু আশ্রয়।

২৩

"কারনা কাঁদেরে প্রাণ, তোরে জন্ম ভূমি
চিতোর! দলিত হেরি রিপুপদতলে!
পামর কৃতঘ্ন তাই কাঁদি নাই আমি,
কাঁদে নাই গৌড়েশ্বর সে গৌড়মণ্ডলে।"

২৪

অসংশয়ে প্রতাপ অনুজে সঙ্গে করি
চলিলা কমল্মিরে—নব বাসস্থান,
"ভ্রাতৃধনে বলীয়ান্ আর কারে ডরি,
উদ্ধারিব চিতোর যাবত দেহে প্রাণ।"

(মহিষী সম্বাদ)।

২৫

একে বহুক্লনাধীন তায় ভগ্নমন,
যেজন সুদীর্ঘকাল পীড়িতশয়নে,
বিমুখ কল্পনা তাহে যারে অনুক্ষণ,
বাম বীণাপাণি যারে বিদ্যা বিতরণে,

২৬

কবিতা দেবীর হায়! প্রসাদ লভিতে
সেজন কেমনে শক্ত হইবে না জানি।
বিকল পদের যথা অচল লঙ্ঘিতে
বাসনা বৃথায় হায়! অসম্ভব মানি।

২৭

কৃপা করি এ কিঙ্করে, কোবিদজননি!
কহ মা চিতোর ত্যজি, ত্যজি উদিপুরে,
কমল্মির রাজধানী, কার এরমণী
কি হেতু রাজিছে হায় এ ভীলকুটিরে!

২৮

কে এ সৌদামিনী সম কান্তিমতী নারী,
চারু ভ্রূযুগল, স্থির, বিভ্রান্ত, উজ্বল,
বিষাদব্যঞ্জক নেত্র, তবু শূন্য বারি,
মহিমা জড়িত, মরি, বদন মণ্ডল,

২৯

পূর্ণেন্দুবদনা বধূ বিধুমুখী বালা।
বালারুণ সম দীপ্তি কুমার সুমতি
ভূষিত রাজ ভূষণে, গলে মতিমালা,
কিন্তু ক্ষুৎপিপাসাক্লান্ত হেরে খিন্না সতী।

৩০

রাজপুত-কুল-কবি, রাজপুত কুল
মহিমা কীর্ত্তনগানে নিরত যাহারা,
তাদের রমণী এক বিষাদ শঙ্কুল
জানিয়া, ত্যজিলা যিনি এসংসারকারা,

৩১

শৈলেশ্বর শিবের সেবায় অনুক্ষণ
নিরত 'চরণী দেবী' লভি দিব্যজ্ঞান,
রাজস্থান রণবার্ত্তা করি আকর্ণন,
আইলা লইতে রাজ মহিষীসন্ধান।

৩২

শিরে শুভ্র জটাভার, দীর্ঘ কলেবর,
চিন্তারেখা অঙ্কিত সে প্রশস্ত ললাটে,
উপনীতা ভীলাবাস। বিষণ্ণ অন্তর,
উপবিষ্টা যথা রাণী ছিলা শিলাপাটে,

৩৩

সসম্ভ্রমে মহিষী সম্ভাষি চরণীরে
সুধাইলা নিরাময় অমিয় বচনে,
মহিষীর দশা হেরি ভাসি অশ্রুনীরে
জিজ্ঞাসে চরণী দেবী সজললোচনে,

৩৪

"কোথায় মা মহারাণা, কোথা সেনাগণ,
প্রাসাদ ত্যজিয়া কেন ভীলের কুটিরে,
করিলা কি আবার যবনে আক্রমণ,
আমরি, সুন্দরপুরী সে কমলমীরে,"

৩৫

" হায়রে, এ রাজস্থান অগণ্য তনয়
প্রদানিল, প্রদানিল সংখ্যাতীত ধন,
হয়ে অন্তঃসার হীন, অরাতি নিচয়
সমর তরঙ্গে সব হ'ল নিগমন।"

৩৬

রসালের তরু যথা কল্লোলিনী কুলে
ক্ষতমূল প্রবাহিনী-প্রবাহ পীড়নে,
তথাপি শরীরশোভা চারু ফল ফুলে,
প্রদানে অজস্র, আহা! অনন্ত জীবনে।

৩৭

"কি বলিব দেবি"। কহিলা মহিষী,
"বলিতে হৃদয় ফাটে,
এত দুঃখ হায়। বিরলে বিধাতা
লিখিলা রাণা-ললাটে।

৩৮

"দুরন্ত আহবে, রাজ্য,ধন, জন
সকলি হইল লয়,
শত্রু কবলিত, পূত রাজস্থান,
কোথায় নাহি আশ্রয়।

৩৯

মহাধীর রাণা, অসম সাহসে
যুঝিলা যবন সনে,
রাজপুত সেনা, হইল নিঃশেষ
হল্‌দিঘাটের রণে।

৪০

"স্বল্প সংখ্য যারা, সে ভীম আহবে
পেয়েছিল পরিত্রাণ,
দশবর্ষ জুড়ি, বিষম সমরে
ক্রমে সবে গত প্রাণ।

৪১

"বিধর্ম্মিবিজিত প্রতি দুর্গ' পরে
উড়িছে শত্রুনিশান,
দ্বিষৎলাঞ্ছিত, হায় রাজস্থানে,
নাহি দাঁড়া'বার স্থান।

৪২

"সমরসম্বল, নাহি অর্থবল,
নাহি সে শিক্ষিত সেনা।
শত্রু সনে আর, সম্মুখ সমরে
কি লয়ে যুঝিবে রাণা!

৪৩

"প্রতিজ্ঞা তথাপি যাবত জীবন,
যুঝিবে যবন সনে।
উদ্ধারি চিতোর, মারিবে যবনে,
অথবা মরিবে রণে।

৪৪

"নিত্য সঙ্গে করি, স্বল্পসংখ্য সেনা
পর্ব্বত, প্রান্তরে ভ্রমে,
নাশে শত্রুসেনা, বিষম প্রহারে
সে ভীষণ পরাক্রমে।

৪৫

“এইরূপে স্বামী, শত্রুসেনা-নাশে
নিরত নিশি বাসর,
আমি ভীমগড়ে, জানিয়া, যবন
নিশিতে ঘেরিলা গড়।

৪৬

“মুক্ত অসি করে, অযুত যবন
যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান,
দুর্গজয় করি আমায় লইয়া
করিবে সম্রাটে দান।

৪৭

“তা হইলে রাণা আমা উদ্ধারিতে,
লইবে যবনাশ্রয়,
এই দুরাশায় ঘেরিলা সে গড়
শতপুরে দুরাশয়।

৪৮

“সে গড়রক্ষক রাঠোরের সেনা
ছিল পঞ্চশত প্রায়,
দুর্গ রক্ষা তেঁই সংশয় মানিয়া
রক্ষিলা মোরে হেথায়।

৪৯

“গড় রক্ষাভার চন্দন সিংহেরে
দিয়া তেজসিংহ বীর,
সে ঘোর নিশিতে এ ভীল-কুটিরে
আনিলা আমায় ধীর।

৫০

“সে কাল রাত্রিতে কত ভাবিলাম
রাঠোর-রমণী তরে,
কি দুর্গতি হায় হইবে, নাজানি,
পাপিষ্ঠ যবনকরে।

৫১

“পোহাইলে নিশি, উদিলে দিনেশ,
শুনিলাম রণকথা।
এখন(ও)বলিতে চরণি ! আমার
উপজে মরমে ব্যথা।

৫২

“দুর্জ্জয় রাঠোর পঞ্চশত সেনা
নির্ভীক হৃদয় বীর,
করি প্রাণপণ কাটিলা অসিতে
অসংখ্য অরাতিশির।

৫৩

“প্রতি অসিঘাতে পড়িলা নিশিতে
হায় রে রাঠোর দল।
গড়ের মাঝারে, ফিরে সশরীরে
বিংশতি জন কেবল।

৫৪

“চন্দনের মাতা শুধিলা চন্দনে
‘কহ বৎস! কি করিলা,
সমস্ত শর্ব্বরী, যুঝিয়া তোমরা
কত শত্রু বিনাশিলা?”

৫৫

“বিষাদে বালক মায়ের চরণে
বলিল রণবারতা,
‘প্রভাত পর্য্যন্ত এই দুর্গ জয়ে
অক্ষম শত্রুবীরতা।

৫৬

‘সহস্র অধিক জীবিত অদ্যাপি
মোরা মাত্র বিংশ জন,
গড় রক্ষাহেতু শত্রু সনে আর
কিরূপে সম্ভবে রণ!

৫৭

‘তবু প্রাণ দিব সম্মুখ সমরে
না ডরি মরিতে রণে,
কিন্তু তোমাদের কি গতি জানিতে
এসেছি ও শ্রীচরণে।’

৫৮

‘যাও বৎস রণে’ কহিলা জননী,
‘ভেব না মোদের তরে
বীরের জননী, রাঠোররমণী,
দেখিবে কেমনে মরে।’

৫৯

“এই কথা বলি যত বালা বধূ
একত্রে মিলি সকল
স্নান পূজা করি, ইষ্টদেব স্মরি
জ্বালিলা চিতানল।

৬০

“পশিল চিতায়! জ্বলিল দ্বিগুণ
সে চিতা আগুন হায়!
রাঠোর বীরের জীবনের আশা
ভরসা মিশিল তায়।

৬১

“মাতা, ভগ্নি, দারা, দুহিতা, অনলে
দাহন দেখি সবার
আশাশূন্য হিয়া লয়ে এ সংসারে
বাঁচিতে বাসনা কার?

৬২

“নির্ম্মম জীবন, সংসার-বন্ধন—
ছিন্ন হয়ে বীরগণ,
নমি পরস্পরে, জনমের তরে
পশিলা সমরাঙ্গণ।

৬৩

“মারি শত্রুসেনা মরিল সবাই
প্রিয় জন্মভূমি তরে
কি বলিব আর চরণি! তোমায়
রাঠোর আদর্শ নরে।”

৬৪

এই কি সে রাজপুত? চেনা নাহি যায়,
হতভাগ্য দাস্যে রত যাহারা এখন!
কেঁদেছে কি এই জাতি অবলার প্রায়?
যবে মহারাষ্ট্র পতি করিলা দলন?

৬৫

প্রভুত্ব, প্রতাপ, হায়! চিরস্থায়ী কার?
পুনঃ পুনঃ গ্রীস, রোম, পারস্য, মিশর,
তুরস্ক, আরব, পড়ে উঠে চক্রাকার,
ভারতের সমদশা সহস্র বৎসর!!

৬৬

যে দেশে মানব সংখ্যাধিকদেবকুলে
নির্ভর করিত সদা আসন্ন বিপদে।
হা দেব! তাদের প্রতি হ'য়ে প্রতিকূল
কি দোষে আশ্রিত জনে দিলা অবসাদে!

৬৭

স্বাধীনতা, জন্মভূমি, সম্মান, গোধন,
হে দেব! আলয় তব—রক্ষিবার তরে,
প্রাণপণে বিধর্ম্মী সহিত করি রণ,
বিসর্জ্জিলা যাহারা জীবন অকাতরে—

৬৮

তাদের দুহিতা মাতা, বনিতা সকলে
নেহারি জনক সুত স্বামীর নিধন,
সোণার পুতলী আহা! রাশি চিতানলে
গতপ্রাণা—ছিন্ন করি সংসার-বন্ধন!

৬৯

হে বিধি ! পাষাণ গলে এ দৃশ্য নেহারি,
দেবহৃদে না হ'ল কি দয়ার উদয় ?
শত্রুও না পারে নিবারিতে নেত্রবারি,
কেমনে যবনে হায় ! হইলে সদয়।

৭০

কি সাধনে যবনে হইলা অনুকূল ?
কি দোষে শরণাগতে এত বিড়ম্বনা ?
কুলাঙ্গনা সহ সবে করিয়া নির্ম্মূল
সহিছ কি সুখে এত বিধর্ম্মিলাঞ্ছনা ?

(নৈরাশ্যের শেষ উদ্যম)।

৭১

বীরবীর্য্যে যেইজন, দশবর্ষ করিরণ,
দুর্ব্বার যবনসেনা করিল নির্ম্মূল।
বসিয়া পর্ব্বতোপরে, বিষাদ-ব্যাকুলান্তরে,
আজি সেই মহারাণা কেন চিন্তাকুল ?

৭২

শূন্য রাজসিংহাসন, শূন্য রাজনিকেতন,
রাজছত্র রাজবেশ কোথায় এখন ?
হল্‌দীঘাটের রণে, যুঝিলা যবন সনে,
কোথায় সে সুরবীর-কুলেশ্বরগণ।

৭৩

কোথা সে শিক্ষিত সেনা, শত্রু প্রতি দিতে হানা,
নির্ভীক অন্তর যারা সমর প্রাঙ্গনে,
শূন্য করি রাজস্থান, ক্রমে সব গতপ্রাণ,
দৈব প্রতিকূলে হায় ! এই মহা রণে।

৭৪

মেওয়ারেতে স্থান নাই, প্রতি দুর্গ, গড়খাই,
শত্রুকবলিত—সবে বিধর্ম্মি-নিশান
উড়িছে নেহারি হায়, কার না কাঁদে ব্যথায়,
জন্মভূমি জন্য যার ব্যাকুল পরাণ ?

৭৫

অর্থ নাই, নাই সেনা, কি লয়ে যুঝিবে রাণা,
নাহি অগ্নি ঝালাকুল সমরসহায়।
মানবের সাধ্যাতীত, সাধিয়া স্বদেশহিত,
ভ্রমিছে পর্ব্বতে রাণা তাপিত হৃদয়।

৭৬

অনাবৃত রাজ-শির, রাজসুত, মহিষীর,
বৃষ্টিধারা পাতে কভু সিক্ত কলেবর।
শীতে সর্ব্ব গাত্র কাঁপে, দগ্ধ দেহ গ্রীষ্মতাপে,
সহিলা এতেক ক্লেশ অম্লান অন্তরে।

৭৭

হ'লে ক্ষুৎপিপাসাকুল, দিয়া দুর্ব্বাদল-মূল,
স্বহস্তে মহিষী রুটি বানায় যতনে।
ভোজনে বসিলে রাণা, শত্রু আসি দেয় হানা,
খাদ্য ত্যজি স্থানান্তর চলে অনশনে !

৭৮

এত কষ্টে যায় দিন, তথাপি তুর্কিঅধীন,
না হইবে রাণা—রবে যাবত জীবন।
হেরি পুত্র কন্যা গণে, শীর্ণকায় অনশনে,
কিন্তু আজ বাষ্পাকুল বীরের নয়ন।

৭৯

সম্বোধিয়া মহিষীরে, বিষাদে বলিছে ধীরে,
"হায় সতি ! সব কষ্ট সহিবারে পারি।
কিন্তু পুত্র কন্যা গণ, ক্ষুধায় করে রোদন,
এ দৃশ্য মহিষি! আর নেহারিতে নারি।

৮০

"কুটিরে কৃষক গণ, শ্রম করি প্রাণপন,
উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পালে পরিজন,
মধ্যাহ্নে শাকান্ন খায়, নিশিতে সুনিদ্রা যায়,
হায়রে নিশ্চিন্ত কিবা কৃষকজীবন।

৮১

"দারা পুত্র লয়ে আমি, পর্ব্বত প্রান্তরে ভ্রমি,
মিবারে নাহিক স্থান প্রতিকূল বিধি।
ত্যজি পূজ্য রাজস্থান, সিন্ধুতীরে লই স্থান,
কি কাজ এ রাজনাম এ যাতনা যদি।"

৮২

মধুর বিনীত বাণী, বলিছে রাণায় রাণী,
"বিপদ সম্পদ বল থাকে কবে কার ?
ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য বল, বীরত্ব কীর্ত্তি কেবল
অনশ্বর, তদিতরে সকলি অসার।

৮৩

"ভ্রমে দময়ন্তী যথা, কিম্বা সীতা পতিরতা,
ত্যজি রাজ্য সুখভোগ রাজনিকেতন।
প্রান্তরে, অচলে, বনে, ভ্রমিব তোমার সনে,
কিছুমাত্র মনোদুঃখ না ভাবি রাজন !

৮৪

"পালিব অপত্য গণে,—তুমি মার প্রাণপণে
দেশবৈরী দেবদ্বেষী বিধর্ম্মী যবন।
দশ বর্ষ যুদ্ধকরি, নাশিলে অসংখ্য অরি,
উচিত কি এবে শূর ক্ষান্ত দিতে রণ ?"

৮৫

হেন কালে অকস্মাৎ রাজবালা অশ্রুপাত
করি ভু[illegible], হায়! করিয়া চীৎকার
ক্ষুধায় জ্বলিছে কায়, লয়েছে তাহার হায়,
অর্দ্ধকবলিত খাদ্য আরণ্য মার্জ্জার।

৮৬

কে আছে এমন বীর, এ দৃশ্যে নয়নে নীর
নাহি বহে যার?—তার হৃদয় পাষাণ।
শত্রুঅস্ত্রক্ষত দেহ, রাণার নয়নে কেহ
দেখে নাই বারিবিন্দু, আজ কাঁদে প্রাণ।

৮৭

"ত্যজিব এ রাজস্থান, কিম্বা যুদ্ধে দিব প্রাণ,
অথবা সম্রাট সহ সন্ধি সংস্থাপিব।
যাব সিন্ধুনদী তীরে, কিম্বা হায় তুরকীরে—
পাপ মুখে পাপ কথা কেমনে আনিব।

৮৮

"কিম্বা স্বাধীনতা ধন, আকবরে বিতরণ,
করিব কেমনে, হয়ে, মিবারের স্বামী।
দশবর্ষ যুঝিলাম, তার এই
হা বিধাতঃ! কোন প্রাণে নেহারি

৮৯

"হা ধিক্ একি বাসনা! না ডরে মরিতে রাণা,
মরিব সম্মুখ রণে মারি [illegible]।
প্রবল তৈমুরবংশ, না পারি করিতে ধ্বংশ;
হইবে বাপ্পার বংশ হউক নির্ম্মূল।

৯০

"তথাপি যবনাধীন, না হইব কোন দিন,
না হয় মিবার ত্যজি যাব সিন্ধুতীরে।
অহে কুলপতিগণ, কর যুক্তি নির্দ্ধারণ,
বিহীন সম্বল সবে যুঝিবে কি করে?" ॥

৯১

বিষাদে বিজলীপতি বলিছে প্রতাপ প্রতি,
"অকারণে প্রাণ দানে কি ফল ফলিবে,
চিরপূজ্য রাজস্থান, হইবে মহাশ্মশান,
রাজপুত-নারী চিতা-অনলে পশিবে ॥

৯২

"যে বংশ জগতমান্য, যাহার উন্নতি জন্য,
যোগেন্দ্র সমরসিংহ যুঝিলা অতুল।
আচন্দ্র ভাস্কর যার, শেষ নাহি মহিমার,
জগতে হইবে শূন্য সেই মহাকুল!

৮৫

হেন কালে অকস্মাৎ রাজবালা অশ্রুপাত
করি তু[illegible], হায়! করিয়া চীৎকার
ক্ষুধায় জ্বলিছে কায়, লয়েছে তাহার হায়,
অৰ্দ্ধকবলিত খাদ্য আরণ্য মাৰ্জ্জার।

৮৬

কে আছে এমন বীর, এ দৃশ্যে নয়নে নীর
নাহি বহে যার?—তার হৃদয় পাষাণ।
শত্রুঅস্ত্রক্ষত দেহ, রাণার নয়নে কেহ
দেখে নাই বারিবিন্দু, আজ কাঁদে প্রাণ।

৮৭

“ত্যজিব এ রাজস্থান, কিম্বা যুদ্ধে দিব প্রাণ,
অথবা সম্রাট সহ সন্ধি সংস্থাপিব।
যাব সিন্ধুনদী তীরে, কিম্বা হায় তুরকীরে—
পাপ মুখে পাপ কথা কেমনে আনিব।

৮৮

“কিম্বা স্বাধীনতা ধন, আকবরে বিতরণ,
করিব কেমনে, হয়ে, মিবারের স্বামী।
দশবর্ষ যুঝিলাম, তার এই পরিণাম,
হা বিধাতঃ! কোন প্রাণে নেহারিব আমি।

৮৯

“হা ধিক্ একি বাসনা! না[illegible]রে মরিতে রাণা,
মরিব সম্মুখ রণে মারি [illegible]কুল।
প্রবল তৈমুরবংশ, না পারি করিতে ধ্বংশ,
হইবে বাপ্পার বংশ হউক নিৰ্ম্মূল।

৯০

“তথাপি যবনাধীন, না হইব কোন দিন,
না হয় মিবার ত্যজি যাব সিন্ধুতীরে।
অহে কুলপতিগণ, কর যুক্তি নিৰ্দ্ধারণ,
বিহীন সম্বল সবে যুঝিবে কি করে?” ॥

৯১

বিষাদে বিজলীপতি বলিছে প্রতাপ প্রতি,
“অকারণে প্রাণ দানে কি ফল ফলিবে,
চিরপূজ্য রাজস্থান, হইবে মহাশ্মশান,
রাজপুত-নারী চিতা-অনলে পশিবে॥

৯২

“যে বংশ জগতমান্য, যাহার উন্নতি জন্য,
যোগেন্দ্র সমরসিংহ যুঝিলা অতুল।
আচন্দ্র ভাস্কর যার, শেষ নাহি মহিমার,
জগতে হইবে শূন্য সেই মহাকুল!

৯৩

"যাই সবে সিন্ধুতীরে, সেনা সংগৃহীত করে,
ফিরিব স্বদেশে পুনঃ, রহিব স্বাধীন"।
সজল নয়নে হায়, সবাই দিলেন সায়,
বিষাদে নিশ্বাস ত্যজি যাইতে সেদিন ॥

৯৪

অনন্তর মহারাণা বিষাদিত মনে,
চাহিলা চিতোর পানে বিষণ্ণ নয়নে ॥
"যেদিন তোমায় তাত ত্যজিলা নিশিতে,
পরাক্রান্ত আকবর পশিল পুরীতে ;
আদেশিয়া মাতা মোরে তোমা উদ্ধারিতে,
সতী বসুমতী প্রাণ দিলা চিতাগ্নিতে !

৯৫

"জননী-আদেশে পরি তপস্বীর বেশ,
যুঝিলাম প্রাণপণে সহি নানা ক্লেশ ॥
নারিলাম উদ্ধারিতে রাজলক্ষ্মী তোর,
চলিলাম জন্মশোধ জননি চিতোর !

৯৬

"পবিত্র উদয়পুর ! পিতৃনিকেতন !
তোমার উদ্ধার হেতু করি প্রাণপণ,

রাজপুতকুল-ক্ষয় করিয়া বৃথায়,
করিলাম বৃথা রণ হলদীঘাটায় !

৯৭

"উন্নত পর্ব্বতমালা অহে আরাবলি !
জনমের তরে তোরে ছাড়ি যাই চলি,
শৈশবে কিশোরে কত প্রীতির নয়নে
হেরিয়াছি তোরে আজ, ত্যজিব কেমনে !

৯৮

"রাজস্থান মাঝে পূজ্য স্বদেশ মিবার !
বৃথা রাজপুতরক্তে কলুষি তোমার
পূত কলেবর, নাশি অসংখ্য কুমার,
যাই, তব ক্রোড়ে স্থান নহিল আমার !

৯৯

"হে আদি পুরুষবর দেব দিবাকর !
কেন দাস প্রতি রাগরক্ত-কলেবর
হয়ে প্রবেশিছ প্রভু প্রতীচি অম্বরে ?
কুপুত্র বলিয়া বুঝি আর এ পামরে
দিবে না দর্শন অহে দেব দিনপতি !
তাই চাই—তবে যাই করিনু মিনতি।

১০০

"প্রতিকূল দেবকুল ভারতের প্রতি
হত যবে কুট যুদ্ধে পৃথ্বী পৃথ্বীপতি।

ভগবান একলিঙ্গ !* আশাপূর্ণা † দেবি !
না চাহ তাদের পানে যারা চিরসেবী !
পাইতাম যদি পুনঃ সেনা অর্থবল,
তাড়া'তাম দেশ হ'তে অরাতি মণ্ডল।"

১০১

রোষে, ক্ষোভে ব্যাকুলিত বীরেন্দ্র হৃদয়।
রাণাকুল মন্ত্রিবর বলে সবিনয়,
"দিব অর্থ সংখ্যাতীত শুন বীরবর,
তাই লয়ে কর শত্রু সহিত সমর।"

১০২

"পিতৃগণ দত্ত ধন লইব কেমনে"
বলি চিন্তাকুল রাণা আপনার মনে।
মন্ত্রি বলে "মহারাণা,কিঙ্কর এ জন !
দেশহিত হেতু ধন করিছে অর্পণ,
আমিও এদেশবাসী, এদেশ (ও) আমার,
বিশেষ ও ধনে তব আছে অধিকার।"

১০৩

যবনের বিশ্বত্রাস, অর্দ্ধশশী-সুপ্রকাশ,
কেতন উড়িছে দুর্গচূড়ে।

* বাপ্পারাও-প্রতিষ্ঠিত পাষাণ-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ।
† সমরসিংহ-অর্চ্চিত-শক্তিমূর্ত্তি।

যাহার বাহুবিক্রমে, ভারত বিজিত ক্রমে,
বীরত্ব বাখান বিশ্ব জুড়ে॥

১০৪

হায় কার দিন ভবে, চিরদিন সমভাবে,
নাহি থাকে, বিধি বিধাতার।
'নাদের' রাহু আসিবে, অর্দ্ধশশী গরাসিবে,
দেখি ভাবি ছায়া ম্লানতার॥

১০৫

চিন্তাযুক্ত নিশাকর, পাণ্ডুবর্ণ কলেবর,
পশ্চিম অচলে চলে ধীরে।
প্রতাপ প্রফুল্ল মনে, প্রভাতে হেরে নয়নে,
সিন্দুরাভ প্রসন্ন মিহিরে॥

১০৬

সাহসে উল্লাস মনে, লয়ে মন্ত্রিদত্ত ধনে,
পুনঃ সেনা করি সংগৃহীত,
করিয়া দারুণ রণ, উড়ায় জয়-কেতন,
প্রতি দুর্গে শত্রু কবলিত॥

১০৭

চিতোর ব্যতীত আর দুর্গ করি অধিকার,
পুত্রে দিয়ে রাজ্যভার ত্রস্ত।

অধীন হইতে রাণা, বারম্বার করি মানা,
অবলম্ব করে বানপ্রস্থ ॥ *

১০৮

হেথা সম্রাট সকাশে, দূত গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে,
প্রতাপ-বিজয় বার্ত্তাবলে।
দশবর্ষ রণ-শ্রম পণ্ড বীরপরাক্রম,
প্রতাপসিংহের বীর্য্যবলে ॥”

আফ্রিকা-প্রান্তরে গতপ্রাণ † প্রিন্‌স্ নেপোলিয়ন।

১

সসাগরা ধরা রাজত্ব যাহার
(বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডিবে হায় !)
তার বংশধর হয়ে অসহায়
আফ্রিকা-প্রান্তরে জীবন হারায় !

২

যে বোনাপার্টি র ভুজবীর্য্যবলে
কম্পিত “য়ুরোপ” ছিল একদিন,

* ১৫৭৯ সালে মহারাণা প্রতাপসিংহ বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

† খ্রীষ্টীয় ১৮৭৯ শকের আগষ্ট মাসে।

যার বীরদাপে শত্রু সশঙ্কিত,
নৃপতিমণ্ডল ছিল আজ্ঞাধীন।

৩

সে নেপোলিনের শেষ দশা স্মরি
কাহার হৃদয় না হয় ব্যথিত !
হেলনস্ দ্বীপে মরে বন্দীবেশে
“ও’টার্লু’র” রণে হয়ে পরাজিত !

৪

ভ্রাতষ্পুত্র তাঁর ভুবনে বিখ্যাত
ধন্য বীরপুত্র লুই নেপোলিন !
প্রুসিয়াসমর-সলিলে যাহার
রাজ্য, রাজাসন, গৌরব বিলীন !

৫

ত্রিংশত বৎসর প্রচণ্ড প্রতাপে
শাসিয়া সম্রাজ্য অসীম প্রভায়,
সিডানসমরে সেনা সহ বন্দী !
প্রাক্তনের গতি কে রোধিবে হায় !

৬

অহ ! কি কুক্ষণে বাধাইলে রণ
প্রুসিয়ার সনে—এ অনর্থ হেতু ?
করাইলা নর-নাশ অকারণ,
উদাইলা ভাগ্যব্যোমে ধূমকেতু !

৭

হারাইলা প্রিয়জন্মভূমি হায় !
গৌরব, বিভব, রাজ্য, সিংহাসন,
বিপদ-সাগরে মহিষী 'ইজিনে',
প্রাণের কুমারে দিলা বিসর্জ্জন !

৮

যাহার চরণে আশ্রয় লইয়া
ছিল সুখে কত নৃপতি মণ্ডল,
প্রাণ ভিক্ষা তরে হায়! সেই জন
লুটাইল প্রুসিয়ার পদতল !

৯

শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে, বিপদে, সন্তাপে
যাপি জীবনের ক্লেশময় কাল
শোক সিন্ধুনীরে ভাসায়ে কুমারে
গেলা পরলোকে ফ্রান্স্ মহীপাল !

১০

জনক সম্রাট, বিপুল সাম্রাজ্য,
প্রিয় জন্মভূমি, পিতৃ সিংহাসন,
অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভূত গৌরব,
হারাইয়ে কার না হয় বেদন ?

১১

জনকের শোকে ব্যথিত কুমার
জননী সহিত বিষাদে মগন,
বীরপুত্র তাই, বীর হিয়া বলি
সহিলা সন্তাপ বীরের মতন।

১২

সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে
হয়ে পিতৃহীন ইংলণ্ডে থাকিয়া,
শিখি শস্ত্রবিদ্যা তরুণ যৌবনে
স্বদেশ উদ্ধারে নাচিত সে হিয়া।

১৩

আফ্রিকা-প্রান্তরে ইংলণ্ডের সহ,
ইসাণ্ডুলা ক্ষেত্রে জুলুরাজ রণে
(করি পরাজয়দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজে)
বিজয়ী,—কুমার শুনিয়া শ্রবণে

১৪

স্বল্পসংখ্য সেনা সহচর রূপে
লয়ে সাথে হায় ! কুক্ষণে কুমার
আসি আফ্রিকায়, জুলু-অস্ত্রাঘাতে
গতপ্রাণ, ফ্রান্স করিয়া আঁধার।

১৫

ভীষণ প্রান্তরে ভীম রণভূমে
কৌতুকে কুমার করিতে দর্শন
চলিলা, সহসা আক্রমি কুমারে
আঘাতিলা অস্ত্র জুলু সৈন্যগণ।

১৬

অনুচর যারা কাপুরুষ প্রায়
ভয়ে পলাইলা ফেলিয়া কুমারে।
নির্দ্দয়হৃদয় জুলু সেনাচয়
একেশ্বর বীরে অন্যায় সংহারে।

১৭

যথা যজ্ঞাগারে জগদেকবীর
ইন্দ্রজিত যবে ধ্যান পরায়ণ,
সহসা আক্রমি অস্ত্রশূন্য বীরে
অন্যায় সমরে বধিলা লক্ষণ ;

১৮

কিম্বা অভিমন্যু কুরুক্ষেত্র রণে
একাকী যুবক যুঝি অতুলন,
নিরস্ত্র সে যবে বধিলা তাহারে
অন্যায় সমরে রথী সপ্তজন।

১৯

পিতার সম্পদ, মাতা ইউজিন,
জন্মভূমি ফ্রান্স, পিতৃসিংহাসন,
স্মরিয়া অন্তিমে বিষাদে কুমার
অবান্ধব দেশে ত্যজিলা জীবন!

২০

কালের এ গতি কে বুঝিবে হায়!
মোহান্ধ মানব! ভাব কি কখন
আজ যিনি এই অবনীর পতি
কালি ভিক্ষা হেতু করিবে ভ্রমণ?

২১

তুচ্ছ ধন, মান, সম্পদ, গরিমা,
প্রভুত্ব, সামর্থ্য সকলি বৃথায়!
আছে, নাই, এর বৃথা অহঙ্কার—
ক্ষণস্থায়ী সব, জলবিম্ব প্রায়।

২২

কোথা হায়! এবে হিন্দুরাজগণ!
কোথা মণিময় শিখি সিংহাসন!
কোথা সে দুর্দ্দান্ত যবন এখন?
কালে হয়, পুনঃ কালে বিনাশন।

২৩

কোথা ফ্রান্স দেশ, কোথা রাজধানী,
জগৎ মোহিত যাহার প্রভায় ;
কোথা সে সম্রাট, কোথা রাজরাণী,
নেপোলিন্ বংশ বিলুপ্ত ধরায় !!

২৪

এই কুমারের জনম দিবসে
মহানন্দে মগ্ন পারিস নগর,
সম্রাট আদেশে, রাজদ্রোহী বন্দী
হয় কারামুক্ত সহস্র উপর।

২৫

সপ্তম বৎসরে ভাষা চতুষ্টয়
শিখিলা কুমার সুতীক্ষ্ণধীমান।
খুল্লপিতামহ সম যুদ্ধবীর
ত্রয়োবিংশ বর্ষে হারাইল প্রাণ !

২৬

জুলুগণ ! অহো! কি কার্য্য সাধিলে
বধিয়া নিরস্ত্র নির্দ্দোষী যুবায়
জগদেকবীর ? শ্রেষ্ঠ রাজকুল
বিলোপিলা হায় আঁধারি ধরায় !

স্বামী, সিংহাসন, সম্পদ সকল
হারাইয়া আহা ! রাণী ইউজিন,
তনয়রতন-বদন হেরিয়া
যাপিত জীবন হ'য়ে পরাধীন !

২৮

আশায় পালিত অধীন জীবন,
আশা ছিল—কালে পাবে সিংহাসন,
আশায় সহিয়া এত বিড়ম্বন
সুতে হেরি শোক হ'ত বিস্মরণ।

২৯

হায়রে ! রাণীর নির্ম্মূল সে আশা
জুলু-অস্ত্রাঘাতে আফ্রিকা-প্রান্তরে।
বাঁচিবেনা রাণী—যথা অন্ধমুনি
হেরি মৃত সুতে দশরথ-শরে।

৩০

মন্দ ভাগ্যবতী রাণী ইউজিন !
তব সুখসীমা শেষ এধরায়।
প্রাণ কাঁদে আহা ! তব ভাগ্যস্মরি
এ শোক পাশর, স্মরি ঈশ পায়।

নির্জ্জন কারাবাসীর বিলাপ।

১

এই কি হইল হায়!
জীবনের পরিণাম—
অবস্থিতি অন্ধতম বিজন কারায়!
আজন্ম হেরিনু যাহা,
নর-নেত্র বিনোদন,
রবি,শশি, দিবা, নিশি, দেখা নাহি যায়!

২

এ ভীষণ কারাগারে,
সাত দিন কি প্রকারে
রহিব? মুহূর্ত্তে যার অসহ্য যাতনা।
হে বিধাত! কোন পাপে
ফেলিলা বিষম তাপে?
প্রাণ যায়—উদ্ধারের উপায় বলনা।

৩

দোষীই জানিলা সবে;
কিন্তু মনে জানি আমি
(দোষী নই) বিনা দোষেএ দণ্ড বিধান!

পুলিসের কোপানলে,
ভূস্বামী আহুতি দিলে,
তেঁই সে হইল সৃষ্ট অনৃতপ্রমাণ।

৪

বিচারক ধন্য তুমি!
প্রমাণের অনুগামী
হইলে, বুঝিলেনা যে বল অত্যাচারে,
অর্থহীন অসহায়ে
দণ্ডিতে বিচারালয়ে
অবাধে ওরূপ সাক্ষী সৃষ্ট হ'তে পারে।

৫

গ্রামবাসী জনগণ
ভূস্বামীর করতল,
অত্যাচার ভয়ে সবে বিপক্ষ হইল।
নির্দ্দোষিতা প্রমাণিতে
যারে সাক্ষী মানিলাম,
তারাও বিপক্ষবশে বিরুদ্ধ বলিল।

৬

বিচার-সাহায্যকারী
উকীল মোক্তারগণ

কে বলে ? কেবল সবে অর্থ পরায়ণ !
স্বীয় পক্ষ সমর্থিতে
যাঁহাদের বরিলাম,
অর্থ-বশে কার্য্যকালে হ'ল অদর্শন !

৭

এদেশীয় ভাব, ভাষা–
অনভিজ্ঞ বিচারক
সক্ষম এ ষড়যন্ত্র ভেদিতে কজন ?
এরূপ প্রমাণমূলে
নির্দ্দোষীরা আসে জেলে
(কেলয় সন্ধান তার ?) অভাগা মতন !

৮

ঘোরান্ধকার কারায়
না পারি তিষ্ঠিতে হায় !
ফাঁফর হইল যেন প্রাণ যায় যায় !
লোকচক্ষু রবি শশি
কোথা সে নক্ষত্ররাশী
আর কি দেখিতে পাব প্রকৃতি তোমায় ?

৯

অবনি ! এ দীনে স্থান
দেহ মা তব উদরে,

এ যাতনা হ'তে ত্রাণ কর মা আমায়।
এ তনু ত্যজিতে কত
বৃথা চেষ্টা করিলাম,
নাহি দেখি কোনরূপ উদ্ধার উপায়।

১০

এ সজন বিশ্বমাঝে
সদা জনকোলাহল,
আঁধার বিজনে বন্দী অভাগা কেবল !
প্রাণ কাঁদে অভাগার
হেরিতে সে প্রাণীকুল,
দিবালোক, নিশিশশী নক্ষত্রমণ্ডল।

১১

অন্ধকার কারালয়ে
জনপ্রাণীহীন স্থানে,
বাক্যালাপ বিনা বাস করা কি কঠিন !
কে বুঝিবে এ সন্তাপ,
এ কারার ভীষণতা ?
হায়রে চিন্তায় হয় মস্তিষ্ক বিলীন।

১২

বন্দিশালে বসি হায় !
কতযে কি ভাবি সদা

পোড়া স্মৃতি তায় পুনঃ যাতনা বাড়ায়!
সুখদ শৈশব কাল
নিষ্পাপ সারল্যময়
কেন স্মৃতি কারাগারে দেখালে আমায়?

১৩

আছিলেন অপুত্রক
পূজ্যপাদ পিতামাতা;
জীবনের শেষভাগে আমি কুলাঙ্গার
জন্মিলাম ধরাতলে,
পিতা মাতা কুতূহলে
বিতরিলা ধন দীনে আনন্দে অপার।

১৪

স্মরিতে বিদরে হিয়া—
অকস্মাৎ জননীর
উপস্থিত হ'ল হায় আসন্নসময়,
মোরে পিতৃকরে দিয়ে,
অতৃপ্ত বাসনা ল'য়ে
ত্যজিলেন মাতা মম এমর্ত্ত্য আলয়!

১৫

আকুল বিষম শোকে
স্থবির জনক হায়!

বিলাপিলা সবিষাদে দুঃখ সে দিনের,
দিন দিন ক্রমে কালে
অলক্ষ্যে হ্রাসিলা শোকে,
হ্রাসয়ে শুভ্রতা যথা শুক্ল বসনের।

১৬

শোক দুঃখ এজগতে
সমভাবে চিরদিন
থাকে কার? থাকিলেও ধাতার সৃজন
থাকিত না এত দিন;
অন্ধ দশরথ প্রায়
সবে শোকানলে দেহ দিত বিসর্জ্জন।

১৭

হত শত পুত্রশোকে
বাঁচিত কি অন্ধরাজ?
পঞ্চ মহা পুত্রশোকে দ্রুপদনন্দিনী?
হেরে বিশ্ব অন্ধকার
ধরিত জীবন আর
ময়-সুতা মন্দোদরী, কুন্তী অনাথিনী?

১৮

প্রকৃতি-নিয়মাধীন
ক্রমশঃ শিথিলশোক

হইয়া জনক মোরে লাগিলা পালিতে ;
নিষ্ঠুর কৃতান্ত হায় !
করি মোরে অসহায়
হরিলা পিতায়, দুঃখে আমায় দহিতে !

১৯

সাধের তনয় ফেলি
পিতা মাতা গেলাচলি ;
এ বিশ্বে আমার বলি করিতে পালন
ছিল না কি কেহ হায় !
ছিল,—কিন্তু অভাগায়
কে আদরে—বিধি যারে বাম অনুক্ষণ !!

২০

এবিশ্বে বিপন্ন জনে
কজন আশ্রয় দানে
পালন করয়ে দীনে দয়ার আস্পদ ?
দরিদ্র স্বজনে দেখি
ত্বরায় ফিরায় আঁখি,
চাহেনারে ফিরে কেহ বিহীনে সম্পদ !

২১

পিতার ভবন আহা !
সম্পদে স্বজন যাহে

নিবসিত নিরন্তর, কোলাহল ময় ;
পিতৃপরলোক পরে
কেহ না রহিল আর,
শূন্য করি চলি গেলা সে সুখ-আলয় !

২২

সেই দিন সবিষাদে
জন্মভূমি ত্যজিলাম,
ত্যজিলাম শোকে সেই পিতৃনিকেতন ;
ভ্রমিলাম কতদ্বার
পোড়া উদরের তরে,
না চাহিল তবু ফিরে জ্ঞাতি বন্ধুগণ।

২৩

তথাপি স্বাধীনগতি
যথা ইচ্ছা ভ্রমিতাম,
না ছিল রোধিতে কেহ পথ সুখময়।
স্বেচ্ছায় নিগড় আমি
দিলাম আপন পদে
বন্দী হেতু, ভ্রান্ত নরে বলে "পরিণয়"।

২৪

আর যে এ পাপ আঁখি
প্রিয় দারাপুত্র দেখি

তৃপ্ত হবে কোন দিন, সে আশা বৃথায়!
অভাগায় বন্দী করি
নির্দ্দয় ভূম্যধিকারী
রেখেছে কি দারা সুতে ভিটায় বজায়?
২৫
ভাঙ্গিয়াছে ঘর বাড়ী,
পথের ভিখারি করে
তাড়ায়েছে নিরাশ্রয় করে তা সবায়!
উদরান্ন তরে হায়!
ভ্রমিছে বা কত দ্বারে
কে দিবে আশ্রয় আহা! দেখে অসহায়?
২৬
মলিন বসন পরি
শিশু সুতে কোলে করি
ভ্রমিতেছে অভাগিনী কাঙ্গালিনী প্রায়!
হে দয়া! কেমনে তুমি
মানবহৃদয় ত্যজি
এমন নিষ্ঠুর কায করাও ধরায়?
২৭
অহো প্রিয়ে! সেই দিন
কতমত বুঝাইলে

অবিবাদে ভূস্বামীর বৃদ্ধ কর দিতে;
না শুনিনু তব বাণী—
সেই দিন হতে হায়!
আরম্ভিলা দুরাচার আমায় দঁমিতে!
২৮
এতই নিষ্ঠুর কায
করিবে ছিলনা মনে,
কর বৃদ্ধি হেতুকি সাধিবে সর্ব্বনাশ!
পড়িবে মৃদুল বায়
মহা মহীরুহচয়,
স্ফুলিঙ্গে দহিবে বিশ্ব, ছিলনা বিশ্বাস।
২৯
কেমনে সে শত্রু মাঝে
জীবে শিশু সুত সহ?
তব দুঃখ স্মরি সদা ব্যাকুল হৃদয়!
বিপদে সম্বরি শোক,
স্মরি পরমেশ পায়,
রক্ষিও সতীত্ব ধন, সে শিশু তনয়।
৩০
লৌহের শৃঙ্খল করে
পরাইয়া যেই দিন,

রাজদূত, নদী-তীরে তরণী উপর
উঠাইলা বজ্রস্বরে ;
চমকি চাহিলা ফিরে,
দেখি মোরে "একি !" বলি হইলা কাতর !
৩১
নদীবক্ষ ভেদ করি
ভেদিয়া দম্পতি হৃদি
ছুটিলা সবেগে তরি অভাগা সহিত,
যতদূর চলে দৃষ্টি
চাহিলা তরীর পানে,
অদর্শনে ভূমিতলে হইল মূর্চ্ছিত।
৩২
সেই বুঝি শেষ দেখা
আর না যাইব ফিরে—
এই কষ্টে পাপ প্রাণ যাইবে কারায় ;
অতি শ্রমে তনু ক্ষীণ,
দিন দিন আয়ুহীন,
বুঝিতেছি এল কাল লইতে আমায়।
৩৩
দুর্লভ মানবকুলে,
জনমি কুকাযে কাল

কাটা'লাম মন্দমতি আমি দুরাচার,
অনিদ্রায় অনাহারে
অর্থ উপার্জ্জন ক'রে
করেছি অসাধু কাযে অপব্যবহার !
৩৪
দয়া করি পরমেশ !
ঘুচাও দীনের ক্লেশ,
অন্তিমে, ও পদে এই মম নিবেদন—
বিপদে বনিতা সুতে
রক্ষ হে মধুসূদন !
প্রাণান্তে পাপীরে, প্রভো ! দিও শ্রীচরণ।

"অলজ্ঘ্য বিধির বিধি—মত্ত পাপাচারে
যে জন, তাহার প্রাণ অবশ্য দহিবে
অনুতাপানলে শেষে—" (হেলেনা)

১

ভদ্র আবরণে শরীর ঢাকিয়া
থাকিতাম সদা, কে জানিত হিয়া
পাপপূর্ণ, বাহ্য সাধুতা প্রকাশ,
চিন্তা চিরন্তন পর-সর্ব্বনাশ।

২

অতিক্রম করি সুকিশোর কালে
যৌবন সীমায় হায় পদার্পিলে !
ভুলিলাম ধর্ম্মে, পড়িনু জঞ্জালে
উপার্জ্জিতে অর্থ অপূর্ব্ব কৌশলে।

৩

করেতে শৃঙ্খল করিনু ধারণ
মূহু-র্মূহু তায় প্রহরি-পীড়ন
যন্ত্রণায় হল হৃদি বিদারণ
মৃত্যুই পাপীর প্রার্থিত এখন।

৪

কি হেতু বৃথায় অর্থের কারণে
দিনু বিসর্জ্জন ধর্ম্ম হেন ধনে ?
বিসর্জ্জি জনকজননী ভবনে
পালিত হয়েছি যাঁহতে যেখানে।

৫

ছিল নাত কিছু অর্থে প্রয়োজন
মূঢ় আমি হায় ! তবে কি কারণ
করিলাম হেন উপায় ভীষণ
উপার্জ্জিতে অর্থরাশি অকারণ ?

৬

অন্যবিধ পাপ করিলে সঞ্চয়
দিতেন আশ্রয় বান্ধব নিচয়
এবে বন্ধুচয় দেখিলে আমায়
ফিরিয়া না চায় ঘৃণায় লজ্জায়।

৭

যত দিন বাঁচি এ ভব ভবনে
দেখাব না কাকে এ পাপ বদনে,
দেখিব না কাকে এ পাপ নয়নে,
রাজাজ্ঞায় রব এ কারা নির্জ্জনে !

৮

এই যে জগৎ জনপূর্ণ হায়।
হেরিতেছি আমি জনশূন্য প্রায় ;
পৃথিবীও যেন ধরিতে আমায়
না চায় হায়রে আমি নিরাশ্রয়।

৯

আর কেন স্মৃতি বাড়াও যন্ত্রণা ?
কেন বা সে চিত্র দেখাও কল্পনা ?
না পারে দেখিতে নয়ন আপনা,
সে দৃশ্য এ পাপ হৃদয়ে সহে না।

১০

পামরের এই পাপ বার্ত্তা শুনি,
স্নেহের আধার দুঃখিনী জননী
কাঁদিছেন আহা লুটায়ে ধরণী
অচেতন প্রায় দিবস যামিনী।

১১

পূজ্যপাদ পিতা সুত-স্নেহ বশে
আসিয়াছে আমা উদ্ধারের আশে
বৃথা আশা, তাত! যাও ফিরি দেশে
পুঁছি অশ্রুজল স্মর পরমেশে।

১২

পাপ পুত্র তরে না কাঁদিও আর
তব দুঃখ হেতু আমি কুলাঙ্গার;
করিও শান্ত্বনা মায়েরে আমার
নারিনু শোধিতে তোমাদের ধার।

১৩

যদিও এখন করিনু বিদায়
হৃদয় কেমনে বিদারিবে হায়!
পুত্র-দুঃখদগ্ধ সে পিতা মাতায়
যত দিন পাপ জীবন না যায়!

১৪

মাতঃ বঙ্গভূমি! দুঃখিনী ভারত!
দিবে কি বিদায় জীবনের মত!
যাব আণ্ডামানে—হায় রে বিধাত!
এই কি আমার অদৃষ্টে লিখিত!

দিল্লীতে ভারতেশ্বরী।*

১

ধন্য ভিক্টোরিয়া! নারীকুলোত্তমা,
বিশ্ব-মাননীয়া, সাধ্বী নিরুপমা,
জলধি-সম্ভবা পদ্মালয়া সমা,
ভরিল ভুবন তোমার যশে।

২

শুভক্ষণে তব জন্ম মহীতলে;
অখণ্ড প্রতাপে ভারত শাসিলে,
সিন্ধিয়াদি যত ভারত নৃপালে
রেখেছ আপন আজ্ঞার বশে।

* ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ই জানুয়ারী।

৩

শুভাদৃষ্ট তোর হস্তিনানগরি !
আজি তোর চারু সিংহাসনোপরি
উপবিষ্ট হবে "ভারত-ঈশ্বরী"
উপাধি ধরিয়া, রাণী বৃটন।

৪

গ্রহিতে আসন অনন্ত জলধি-
পারে থাকি পাঠাইল প্রতিনিধি
মহাত্মা সুকবি ধীর গুণনিধি
করুণা-নিধান লর্ড লিটন। *

৫

যে আসনে দুর্য্যোধন কুরুপতি
বিরাজিত,যুধিষ্ঠির মহামতি
যে আসনে হায় ! পৃথ্বী নরপতি
বসিত, রচিত দানব ময়।

৬

আত্মভেদ হ'ল ভারতের কাল
কুরুযুদ্ধে এর ঘটিল জঞ্জাল,
বিনষ্ট বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয় ভূপাল
তেঁই সে আসন যবনে লয়।

* তৎকালে সাধারণ মত এই রূপ ছিল।

৭

অন্যায়ে, যবন পুণ্য সিংহাসন
লভিল, নারিল করিতে রক্ষণ
যবনের পাপে সে ময়ূরাসন
কাল-কবলিত যবন সনে।

৮

কত শূর বীর ক্ষত্রিয় সন্তান
যে আসন হেতু হারাইল প্রাণ,
যে আসন তরে মোগল, পাঠান
অকালে অসংখ্য মরিল রণে।

৯

নব বর্ষে করি মঙ্গলাচরণ,
লভিলে মা ! আজ সে পুণ্য আসন,
ভারত-ঈশ্বরী বলি বিঘোষণ
হইতেছে তেঁই পূরি জগত।

১০

শুন ভারতের ভূতবিবরণ
শ্রুতি, মহাকাব্য, বেদান্ত দর্শন,
প্রসবিল ভারতীয় আর্য্য মন
ধরাতলে পুণ্যভূমি ভারত।

১১

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি মনু মতিমান
রচিলেন রাজব্যবস্থা বিধান,
(নহে পদ্মপত্র সলিল সমান)
আছে চিরস্থির—রবে অটল।

১২

স্মৃতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, চরক নিদান,
বিরচিলা কত ঋষি জ্ঞানবান ;
আছে কোন্ দেশে ভারত সমান
নীতিশাস্ত্র এত পূত, নির্ম্মল ?

১৩

ভারতের আর্য্য মহীপালগণ
শাসিয়াছে কত রাজ্য অগণন,
জগতে ভারত ছিল অতুলন
সমকক্ষ কেবা ছিল ধরায়।

১৪

এ ভারতে ছিল রতনের খনি,
এ ভারতে ছিল কহিনুর মণি,
এ ভারত ছিল ধরা মাঝে ধনী,
এবে কাঙ্গালিনী বিপাকে হায় !

(প্রার্থনা।)

১৫

শুভদিনে দিল্লী-সিংহাসন মাতঃ !
শুভক্ষণে আজ করিলে গ্রহণ
বহুশত বর্ষ কলুষিল যাহা
রাজধর্ম্ম ভুলি দুর্দ্দান্ত যবন।

১৬

তব সুশাসনে হে ভারতেশ্বরি !
আছি শান্তিসুখে, জ্ঞানের নয়ন
ফুটেছে মোদের তোমার কৃপায়,
করিতেছ রাজকর্ত্তব্য পালন।

১৭

সেই জ্ঞান নেত্রে করি বিলোকন
ভারতের ভূত, বর্ত্তমান কাল,
ব্যথিত হৃদয়ে করি নিবেদন
নাশ ভারতের অসুখ জাল !

১৮

প্রজা-পুঞ্জ-সুখ-সাধন স্বধর্ম্ম
দুঃখ-বিমোচন কর্ত্তব্য ভূপাল
দুঃখী মোরা—তাই দয়া করি সুতে
বিনাশ ভারত-অসুখ জাল।

১৯

তুমি মা ! ভারত-ঈশ্বরী এখন
সম শ্বেতপুত্র ভারত সন্তান
আর যেন মাতঃ ! বর্ণগত ভেদে
কলুষ না হয় সে রাজবিধান।

২০

উদারস্বভাব শ্বেতদ্বীপ-সুত
পূর্ব্বকালে এই ভারত ভবনে
করি আগমন নিবসিত যারা,
স্থাপিত সদ্ভাব এদেশীয় সনে।

২১

সুশিক্ষিত এবে ভারতবাসীরা,
দাও উচ্চপদ করি নির্ব্বাচন,
কর কৃপা দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি,
ভারতে রহিবে ভারতের ধন।

২২

ভারতের শিল্পে আদরে না কেহ
তাই শিল্পজাত বস্তু লুপ্ত প্রায়,
ভারতের শস্য যায় দেশান্তর
কর মা অচিরে ইহার উপায়।

২৩

বড়ই কঠিন সিবিল সার্ভিস,
পরীক্ষার দ্বার দয়া করি চিতে
কর সুকোমল, যাহে অল্পায়াসে
ভারত সন্তান পায় প্রবেশিতে।

২৪

নিরস্ত্র আমরা (নহি চিরদিন)
বাঁচাতে বিপদে ধন, মান, প্রাণ
অসমর্থ এবে, তাই দয়াময়ি !
কর মাতঃ ! অস্ত্র-শিক্ষার বিধানে।

২৫

যে দিন হইতে সূর্য্য শশধর-
বংশ রাজ্য লুপ্ত দেব বিড়ম্বনে,
সেদিন হইতে দেখেনি ভারত-
নিবাসী ভারত-রাজ-সিংহাসনে।

২৬

তাই বড় সাধ উপজে মা মনে
পূরাও বাসনা হে প্রজা-রঞ্জিনি !
ভারতের দুঃখ জানিতে, নাশিতে,
তোষিতে ভারতে হও নিবাসিনী।

২৭

প্রজা সুখ দুঃখ দেখ স্বনয়নে
প্রজাপুঞ্জ তব যুড়াক নয়ন—
(বহুদিন ভাগ্যে ঘটে নাই যাহা)
রাজ-শ্রীচরণ করি দরশন।

২৮

বিপদ ঘটিলে না পারি জানাতে
তুমি আছ মাতঃ সমুদ্রের পার ;
কেমন কৃতজ্ঞ ভারতের প্রজা,
আসিলে জানিতে হৃদয় সবার

২৯

ভারতে বাসিলে ভারতের তরে
করিতে আরও যত্ন প্রাণোপম,
এর উন্নতিতে তব রাজোন্নতি
হইত, কতই সুখ মনোরম !

৩০

ভারত শাসিতে পাঠাও যাঁদের
যদিও তাঁহারা উদারহৃদয়
দীন প্রজা দুঃখে দুঃখী কেহ বটে,
কিন্তু নহে সবে সম দয়াময়।

৩১

মহামতি নর্থব্রুক দয়াময়,
টেম্পলের আহা অসীম যতনে
বঙ্গের বিগত দুর্ভিক্ষ-অনল
নিভিল, বাঁচিল বঙ্গ প্রজাগণে।

৩২

উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষে স্মর একবার
বিডনের হায় নির্দ্দয়াচরণ ;
স্মরি একবার করেছ, শুনেছি,
প্রজানাশ হেতু অশ্রুর পতন।

৩৩

যদি মা ! আপনি থাকিতে ভারতে,
অনশনে প্রাণী মরিতে দেখিতে
পারিতে না কভু—স্নেহের নয়নে,
উপজিত ব্যথা সুকোমল চিতে—

৩৪

ক্ষুধা তৃষ্ণা সহি বাঁচাতে প্রজায় ;
পালে যথা মাতা আপন বালকে,
না ভক্ষি ভক্ষণ যথা বিহঙ্গিনী
ভক্ষ্যদানে আহা ! বাঁচায় শাবকে।

৩৫

স্থাপি মহাসভা ভারত মাঝারে
দাও মন্ত্রিপদ ভারতীয়গণে,
সৈনিকতা পদ বিতর বঙ্গেরে,
তব হেতু প্রাণ দিবে সবে রণে।

৩৬

রাজ্যেশ্বরী যার হায়! দৃষ্টাতীত
সম সুখ দুঃখ হয় কি বিশেষ?
এ আক্ষেপ মাতঃ ঘুচাও সত্বরে,
দেখিব তোমায় রামনির্ব্বিশেষ।

৩৭

তাই বলি মাগো! বড় সাধ মনে
পূরাও কামনা হে প্রজারঞ্জিনি!
ভারত শাসিতে ভারতের হিতে
হও মা ত্বরিতে ভারতবাসিনী।

(আশীর্ব্বাদ।)

৩৮

পাল সুত সম ভারত সন্তানে,
দম দুরাশয় ভারতের অরি,
হউক অটল তব সিংহাসন
বিধির ইচ্ছায় ভারত ঈশ্বরি!

বঙ্গে যুবরাজ।*

১

কি বিচিত্র গতি অদৃষ্ট চক্রের!
শুভদিন আজ দুঃখিনী বঙ্গের!
শুভ আগমনে মহিষী-পুত্রের,
মহানন্দে বঙ্গ হয়ে মগন—

২

তিতি নেত্রনীরে, আশীষি কুমারে,
পূর্ব্ব সুখ দুঃখ স্মরিয়া অন্তরে,
হরষে বিষাদে (১) কুমার গোচরে,—
গতদিন-দশা করে নিবেদন।

৩

হৃত পুত্র হেতু জননী যেমন,
শোকে দুঃখে সদা করয়ে রোদন,
বহু দিন পরে পুত্র-দরশন
পাইলে আনন্দ সাগরে ভাসি—

---

* ১৮৭৫ ডিসেম্বর।

(১) যুবরাজের আগমনে হর্ষ ও পূর্ব্ব সুখ স্মৃতিতে বিষাদ।

৪

লয় কোলে করি, চুম্বে সুতশির,
অবিরল বহে নয়নের নীর,
বলে সুতে, শোকে, যত দুঃখিনীর—
যাতনা হয়েছে দিবস নিশি।

৫

(গত গৌরব স্মৃতি)

কি দেখিতে বঙ্গে এলে যুবরাজ !
আছে কি বঙ্গের পূর্ব্বরূপ সাজ ?
হরেছে সকল যবনের রাজ !—
বঙ্গের গৌরব-উজলদীপ !

৬

নাই পালকুলে ভূপাল সকল,
ধর্ম্মপাল, দেবপাল, মহাবল,
সে লক্ষণ সেন, বঙ্গশিরোজ্জ্বল,
আঁধার আজি গৌড় নবদ্বীপ !

৭

এই নবদ্বীপ বঙ্গমাঝে ধন্য,
এই নবদ্বীপে মহাত্মা চৈতন্য,
এই নবদ্বীপে বঙ্গেশ লাক্ষণ্য,
ছিল রঘুনাথ রঘুনন্দন।

৮

এই বঙ্গে আগে কবিকুলপতি
ছিল জয়দেব, শ্রীহর্ষ সুমতি !
জ্ঞানদাস, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি,
সাহিত্য, দর্শনে, বঙ্গ অতুলন !

৯

ছিল বঙ্গাধীন প্রয়াগ সিংহল,
শস্যপ্রসূ বঙ্গভূমি সমতল
অনায়াসজাত সুশস্য সকল
জমীদার (ও) ছিল রণতৎপর ;

১০

সেনা, যুদ্ধ-সাজ, রাখিত সবাই,
আছিল সবার দুর্গ গড়খাই,
এবে অস্ত্র হেতু পাশ লওয়া চাই
পূর্ব্বের তুলনে কত অন্তর !

(প্রার্থনা)

১১

বহুশত বর্ষ যবনের করে,
নিপীড়িতা হয়ে, ছিনু শূন্যোদরে,
রাজ্ঞীর পালন হতে অতঃপরে
আছি সুখে বৎস ! বলি তোমায়।

১২

কিন্তু—গুটীকত অসুখের শেষ
আছে, তাই হয় যাতনা অশেষ,
জিত জাতি বলি করয়ে বিদ্বেষ
ক্ষুদ্রমনা গৌরবরণ ঘৃণায়।

১৩

সিবিলসার্বিসে কঠিনতা কত
আছে, রাজবিধি ভেদ বর্ণগত,
যে দোষে সুরেন্দ্রনাথ পদচ্যুত,
গুরুতর দোষী হয়ে 'লেবন্'—

১৪

'হস্কে্' ত্যজি স্বীয়পদ দূরদেশে,
স্বজন সহিত থাকিয়া স্ববাসে,
জীবিকার তরে প্রতি মাসে মাসে
লইছে উভয়ে মিলি পেন্সন্।

১৫

মহামতি নর্থব্রেক দয়াময়,
ক্যাম্বেল, টেম্পল, অতি মহোদয়,
বিগত দুর্ভিক্ষে বঙ্গ প্রজাচয়,
রক্ষিলেন যারা অতি সুযতনে।

১৬

ঈদৃশ সুজন বৃটনে থাকিতে,
পূনঃ যেন এই ভারত শাসিতে,
বৃটিশকলঙ্ক না পায় আসিতে—
উড়িষ্যা নাশিতে কাল "বীডনে।"

১৭

(কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদ)

কি আছে বঙ্গের হেন অলঙ্কার,
ভাবী সম্রাটেরে দিব উপহার,
লও চির কৃতজ্ঞতা ভক্তিহার,
রাজন্যের যাহা বাঞ্ছিত ধন।

১৮

তব আগমনে আলোক মালায়,
উজলিত বঙ্গ তোষিতে তোমায়,
শুনিলে যা সব, বলিও তা মায়,
আশীষি উল্লাসে হ'য়ে মগন।

নাটোর দরবারাসীন মাননীয় মহামতি সাররিচার্ড টেম্পল সাহেব বাহাদুরের অভ্যর্থনা ।*

১

এস বঙ্গেশ্বর ! রাজসাহী মাঝে,
রাজসাহী বাসী পূজিবে তোমারে,—
দীন সবে, তাই পূজিবে কেবল
শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি উপহারে ।

২

প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে বঙ্গ প্রজাকুল
বাঁচায়েছ, কীর্ত্তি রেখেছ অপার,
নিমন্ত্রি বাঙ্গালী সম্মানিলা গেহে
গৌরবিলা কত বঙ্গ গ্রন্থকারে ।

৩

কৃত উপকার স্মরিছে বাঙ্গালী,
কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বাঙ্গালী জীবন ;
তেয়াগিয়া বঙ্গে যাবে যবে দেশে
তব হেতু বঙ্গ করিবে রোদন ।

৪

"বাঙ্গালী" বলিয়া ঘৃণা নাহি তব,
এমহত্ব কেন দেখিনা সবার !

* ১৮৭৬ নবেম্বর ।

তব বিদ্যমানে উদ্ধত ইংরাজ
করে কেন বঙ্গে এত অত্যাচর ?

৫

হ্রাস কর-ভার দম দুষ্টগণে,
নাশ " সরাসরি " বিচার বিধান,
দাও পদ গুণ অনুরূপ জনে,
গাবে যশ তব বঙ্গের সন্তান ।

৬

কি দেখিতে ত্যজি সে মহানগরী
ত্যজি রাজসাহী শ্রেষ্ঠ বোয়ালিয়া,
না হেরি বিচার বিচারকগণ,
আইলা নাটোরে সে সবে ত্যজিয়া ?

৭

কোথা সে সৌভাগ্য নাটোর বাসীর !
কোথায় আনন্দ হেরি দরবার !
নিষ্প্রভ নাটোর মহারাজকুল
হায়রে সেদিন পাইবে কি আর !

৮

যে রাজবংশের রাজোন্নতি হেতু
"রাজসাহী" বলি খ্যাত এই স্থল,

একদিন যার দান শীলতায়
পতিতা ভারত ছিল সমুজ্জল।

৯

"মহারাজ অধিরাজ পৃথ্বীপতি"
বলি যাঁর খ্যাত ছিল একদিন,
তৃণ তুল্য যিনি ত্যজি রাজ্য সুখ
তপস্যা নিরত ছিল নিশি দিন,

১০

সেই রামকৃষ্ণ তনয় যাঁহার
প্রাতঃস্মরণীয়া, ধন্যা, যশস্বিনী,
পুণ্যবতী তিনি, খ্যাতি মহারাণী—
ভবানী, সতত সুদীন পালিনী।

১১

অতুল সাহসে অসীম প্রতাপে
অর্দ্ধ বঙ্গরাজ্য করিয়া শাসন,
অনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপিয়া ভারতে
নশ্বর শরীর দিলা বিসর্জ্জন।

১২

নাহি সে নাটোর সেই রাজধানী,
দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত সে সম্পদ হায়!

নাহি মহাপাত্র সুরগুরু সম
মতিমান ধীর দয়ারাম রায়।

১৩

এ রাজকুলের ধ্রুবতারা নিভ
রাজা চন্দ্রনাথ জ্ঞানদ্যুতিমান
রাজোচিত গুণী বিদ্যাবিভূষিত,
গাইত ভারতে যাঁর যশোগান,

১৪

স্বাধীন ভূপতি সসভ্রমে যাঁর
প্রণত হইত চরণযুগলে,
আঁধারিয়া বঙ্গ বঙ্গসুধাকর—
চন্দ্রনাথ গত চির অস্তাচলে!

১৫

'ভারতনক্ষত্র' জনক তাঁহার
প্রসাদিলা যবে এ পদ প্রদানি,
সে বংশের হায় এই দরবারে
আসন লইয়া আজ টানাটানি!!

১৬

নাটোরের আদি পুঠিয়াধিপতি
"ঠাকুর" বলিয়া পূজিত সবার,

বহু বিভাগেতে ছিন্ন ভিন্ন এবে
নাহি সে বিভব পূর্ব্ববৎ আর!

১৭

এ বংশ রতন মহেশ নারায়ণ
সত্যবতীসুত সম সুপণ্ডিত
সহর্ষে স্বর্গীয় বঙ্গেশ "হেলিডে"
স্থাপিলা সৌহার্দ্দ যাঁহার সহিত।

১৮

পুণ্যবতী সতী বিদ্যাগুণবতী
শরত সুন্দরী রাণী যশস্বিনী
ভীষণ দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মানবে
দানিলা ওদন সুদীন পালিনী।

১৯

দীনদুঃখে যাঁর ঝরে অশ্রুজল,
যশে পূর্ণ বঙ্গ বদান্যে যাঁহার,
"রাণী" খ্যাতি নহে কীর্ত্তি অনুরূপ,
"মহারাণী" পদ সমুচিত তাঁর।*

২০

রাজশ্রী পরেশ নারায়ণ রায়—
স্থাপিত ঔষধ-বিদ্যা-নিকেতনে

* ১৮৭৭ সালে মহারাণী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অসংখ্য পীড়িত বিদ্যার্থী বালকে
তোষিছে ঔষধ, বিদ্যা, বিতরণে।

২১

আঁধার রে এবে সে তাহেরপুর
রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বর বিহীনে!
বোয়ালিয়া মাঝে যাঁর ধর্ম্মশালা
ক্ষুধার্ত্তে দিতেছে অন্ন নিশিদিনে।

২২

ক্ষুধার্ত্তে দুর্ভিক্ষে দিলা অন্নদান
রাজা হরনাথ দুবলহাটীর,
যতনে করিলা ঊর্দ্ধেতে উন্নত
বোয়ালিয়া-রাজবিদ্যার মন্দির।*

২৩

অদূরেতে দিঘাপতিয়াধিপতি
রত সদা দেশদুঃখ-বিনাশনে,
রাজশ্রী প্রমথনাথ সুপণ্ডিত
মিতব্যয়ী, তবু মুক্তহস্ত দানে। †

* ১৮৭৩ সালে "বোয়ালিয়া হাইস্কুল" স্থাপন করেন।

† ১৮৭৩ সালে সার্দ্ধেক লক্ষ মুদ্রাদানে "রাজসাহী কলেজ" স্থাপন করিয়া রাজসাহীবাসীর চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

২৪

যে আত্মকলহে অধীনা ভারত
যে একতা বিনে বঙ্গ পরাধীন,
সে আত্মবিগ্রহে আত্মভেদে হায়!
"তাড়াশের" আজ শোচনীয় দিন !!

২৫

প্রাচীন তাড়াশ ভূপতি কুলের
পূর্ব্ব-কীর্ত্তি-জ্যোতি প্রায় অস্তমিত,
কালে জনশূন্য নিজ অধিকার
তাই নব কীর্ত্তি নহে অনুষ্ঠিত।

২৬

নরেন্দ্র কৃষ্ণেন্দ্র বলিহারপতি
সাহিত্যানুরাগী বদান্য ধীমান,
বিতরিয়া বিদ্যা, অর্থ অগণন
তোষিছেন কত সুদীন সন্তান।

২৭

জলমগ্ন যবে "বোলি'য়া" নগরী
বিপন্ন-আশ্রয়, আহারবিহীনে
দানি অন্নাশ্রম 'রায় বাহাদুর'*
ত্রানিলা সুমতি অগণন দীনে।

* কাসিমপুরের জমীদার।

২৮

বিবিধ পাদপ সুশোভিত তীর,
ক্ষীরনিভ-নীরপূর্ণ জলাশয়,
রাজবর্ত্ম পাশে যত বিদ্যমান
শ্রান্ত পথিকের বিশ্রামনিলয়—
সুকুলকুলের এ কীর্ত্তিনিচয়।

২৯

সৎপাত্রে ধাতা সমর্পিলে ধন,
সে ধনের হয় শিব ব্যবহার;
তাই রাজ-বিদ্যা মন্দির স্থাপিয়া
হইলা রসীদ * দৃষ্টান্ত সবার।

৩০

দয়াবান ধীর শ্রীরাজকুমার
সত্যবাদী, গুণী, মৃদুল স্বভাব
করচমাড়িয়া বসতি ইঁহার
নাশিতে নিরত দেশের অভাব।

৩১

স্বাধিকারে স্থাপি বঙ্গবিদ্যালয়,
অসংখ্য বালকে বিদ্যা বিতরণ

* নাটোরের সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্য জমীদার মৌলবী মহম্মদ রসীদ খাঁ চৌধুরী।

করিছে! স্থাপিয়া ঔষধনিলয়
দিতেছে অসীম মুমূর্ষু জীবন।

৩২

যতই ভূস্বামী দেখিতেছ আজ
প্রায় সবাকার ভূমির নিদান—
নাটোরাধিপের রাজ্য একদিন
ছিল, শুন ওহে করুণানিধান।

৩৩

যেরূপ তরুর শাখায় কলমে
যতনে জনমে বিটপী সকল,
মূল তরু ক্রমে ছিন্নশাখ হয়ে
কালের পীড়নে হয় সে বিকল।

৩৪

নাহি সে বিভব রাজ্য ধন জন,
কালের কবলে করেছে প্রস্থান,
আছেরে কেবল স্তিমিত প্রভায়
এ রাজকুলের পূর্ব্বের সম্মান।

৩৫

ছিল বটে আগে দেখিবার স্থান
এই রাজধানী, সে "বঙ্গ-উজ্জল,"

ছিল যবে মহারাণী সে ভবানী
স্বাধীনা, প্রতাপে অখণ্ড প্রবল।

৩৬

ছিল যবে রাজ কাযে স্বাধীনতা,
ছিল যবে হস্তে বিচার, বিধান,
ছিল নাকো বধ্যজন-পরিত্রাণ,
ছিল "ভাটকই" প্রাণদণ্ডস্থান।

৩৭

যদ্যপি সে পাপ সিরাজ-রাহুতে
অন্ধকূপান্তরে ব্রিটিশ-তপন
না গ্রাসিত, না পীড়িত বাঙ্গালীরে,
এই মহত্বের হত কি পতন?

৩৮

কি কাজ স্মরিয়া সে গত গৌরব,
কি কাজ সে শোক করি উদ্দীপন,
অস্তমিত হেরি সে ভাগ্য-তপন
মহামতি! তব বেদনিবে মন।

৩৯

বেদনিবে মন? ব্যথিবে হৃদয়
সে গৌরববিভা মলিন হেরিয়া,

তাই সম্মানিলা 'জঙ্গলী' শিবিরে
সাদরে কুমারযুগে সম্ভাষিয়া।

৪০

মহৎ বেদনে, মহতের তাপে
হয় দ্রবচিত মহৎ যে জন,
নীচ জনে হায়! মানী-অপমান
(শিরশ্ছেদ সম) বুঝে কি কখন?

৪১

মহা-আত্মা তুমি তেঁই সে দ্রবিলা,
তোষিলা নাটোর সন্তপ্তহৃদয়,
তাপি গ্রীষ্মদিবা পরিতোষে যথা
তাপিতে বিতরি সুশীতল পয়।

৪২

রঞ্জ প্রজাপুঞ্জে সুখে থাক সদা,
হও চিরজীবী ঈশ্বর কৃপায়,
রাজসাহীবাসী আশিষে তোমারে—
বঙ্গবাসী যেন তব যশ গায়।

মাননীয় মহামতি সর আসলী ইডেন সাহেব *
বাহাদুরের বোয়ালিয়া আগ-
মনোপলক্ষে।†

১

এস বোয়ালিয়া-বন্ধু পুরাতন!
এবে বঙ্গেশ্বর অদৃষ্টের ফলে,
এস বোয়ালিয়া নগরীর মাঝে,
যতনে তোমায় পূজিবে সকলে।

২

এ পূজায় নাহি জবা বিল্বদল,
কিম্বা ধুপ, দীপ, তুলসী, চন্দন;
ভক্তি, কৃতজ্ঞতা মানসোপজাত
আছে রাজোচিত পূজোপকরণ।

৩

তাই দিয়া তোমা পূজিব সবাই,
রাজার পূজায় আমরা তৎপর,—
পূজিয়াছি যথা হায় রে! যতনে
হিন্দুরাজে! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর।

* ইনি বোয়ালিয়ায় প্রথমতঃ আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

† ১৮৭১ ডিসেম্বর।

৪

অনন্তর সেন, পাল কুল নৃপে,
যবন ভূপালে পূজেছি যতনে,
শতাধিক বর্ষ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে
নতশির বঙ্গ ব্রিটিশচরণে।

৫

ধন্য বোয়ালিয়া! যে নগরী মাঝে
বঙ্গেশের আজ শুভ-আগমন,
করুণাহৃদয়ে নগর বাসীর
শুন বঙ্গাধিপ! কটী নিবেদন।

৬

ভারতসম্রাজ্য-নিদান বাঙ্গালী
স্মরি বঙ্গেশ্বর! পূরব কথা,
তনয়ের তুল্য পাল বঙ্গসুতে
নাহি পায় যেন মরমে ব্যথা।

৭

চির পরাধীন বাঙ্গালী জীবন
অধীনতা-ক্লেশ মনে না ভাবে,
প্রচণ্ড প্রতাপে সদা ভয়াকুল,
মৃদু ব্যবহারে তোষ এ সবে।

৮

ছিলে যবে আগে এই বঙ্গ মাঝে,
বঙ্গের এ দশা দেখেছ কি হায়!
দহিত কি এত দুর্ভিক্ষ-দহনে,
গ্রাসিত কি সিন্ধু দুঃখী বাঙ্গালায়?

৯

সুশস্যশালিনী ছিল বঙ্গভূমি,
শস্যপ্রসূ বঙ্গ খ্যাত ধরাতলে,
এবে শস্য নাই! হলে অন্য ঠাঁই
যায়, তাই বঙ্গে দুর্ভিক্ষ প্রবল!

১০

ছিলনাক আগে বর্ণগত ভেদে
ভিন্ন রাজবিধি এত কলুষিত,
ন্যায় দণ্ডে যাহা হবে সমতুল—
বিপরীত দেখি বাঙ্গালী দুঃখিত।

১১

তদুপরি আরও গুরু কর-ভার
সহিবে কেমনে দরিদ্র দেশ!
নিরন্ন প্রজার হাহাকার ধ্বনি,
শুনি ত্বরা নাশ করের ক্লেশ।

৪

অনন্তর সেন, পাল কুল নৃপে,
যবন ভূপালে পূজেছি যতনে,
শতাধিক বর্ষ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে
নতশির বঙ্গ ব্রিটিশচরণে।

৫

ধন্য বোয়ালিয়া! যে নগরী মাঝে
বঙ্গেশের আজ শুভ-আগমন,
করুণাহৃদয়ে নগর বাসীর
শুন বঙ্গাধিপ! কটী নিবেদন।

৬

ভারতসম্রাজ্য-নিদান বাঙ্গালী
স্মরি বঙ্গেশ্বর! পূরব কথা,
তনয়ের তুল্য পাল বঙ্গসুতে
নাহি পায় যেন মরমে ব্যথা।

৭

চির পরাধীন বাঙ্গালী জীবন
অধীনতা-ক্লেশ মনে না ভাবে,
প্রচণ্ড প্রতাপে সদা ভয়াকুল,
মৃদু ব্যবহারে তোষ এ সবে।

৮

ছিলে যবে আগে এই বঙ্গ মাঝে,
বঙ্গের এ দশা দেখেছ কি হায়!
দহিত কি এত দুর্ভিক্ষ-দহনে,
গ্রাসিত কি সিন্ধু দুঃখী বাঙ্গালায়?

৯

সুশস্যশালিনী ছিল বঙ্গভূমি,
শস্যপ্রসূ বঙ্গ খ্যাত ধরাতলে,
এবে শস্য নাই! হলে অন্য ঠাঁই
যায়, তাই বঙ্গে দুর্ভিক্ষ প্রবল!

১০

ছিলনাক আগে বর্ণগত ভেদে
ভিন্ন রাজবিধি এত কলুষিত,
ন্যায় দণ্ডে যাহা হবে সমতুল—
বিপরীত দেখি বাঙ্গালী দুঃখিত।

১১

তদুপরি আরও গুরু কর-ভার
সহিবে কেমনে দরিদ্র দেশ!
নিরন্ন প্রজার হাহাকার ধ্বনি,
শুনি ত্বরা নাশ করের ক্লেশ।

১২

দে'য়ানী বিচারে গুরু ব্যয়ভার
বহনে অশক্ত কত দীন জনে,
হৃতসত্ব হয়ে দীন হেতু, হায়!
পশিতে না পায় ধর্ম্মাধিকরণে।

১৩

জ্ঞানচক্ষু আগে আছিল মুদিত,
সুশিক্ষা প্রদানি দিলা চক্ষু দান,
তেঁই সে স্মরিয়া পূর্ব্ব-সুখদুঃখ
কাঁদিছে বিষাদে বঙ্গের সন্তান।

১৪

কি হেতু বাঙ্গালী কাঁদে কোন্ দুঃখে—
ক্রন্দনের হেতু না করি বিচার,
রোদন থামাতে, কি অদৃষ্ট হায়!
করাইলে নব আইন প্রচার।

১৫

রুদ্যমান সুতে রোদনের হেতু
জিজ্ঞাসিয়া, যুক্ত করিতে সান্ত্বনা;
না করিয়া তাহা, ঘুচাতে ক্রন্দন
গলা চাপি ধরা যথা বিড়ম্বনা।

১৬

বঙ্গের কলঙ্ক, বঙ্গের রোদন,
নাশ বঙ্গেশ্বর! রাখ বঙ্গ-মান,
দাও ভিক্ষা মুদ্রাযন্ত্র-স্বাধীনতা,
গাবে যশ তব বঙ্গের সন্তান।

১৭

নিরীহ বাঙ্গালী চির শান্ত জাতি,
শতাধিক বর্ষ দেখিলে যাহায়,
তাদের শাসনে এত কঠোরতা—
কটাক্ষে যাদের হৃদয় শুকায়!

১৮

তুমি মহামতি বঙ্গের বান্ধব,
বাঁচায়েছ বঙ্গে বিষম বিপদে,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাই বঙ্গবাসী
দীর্ঘায়ু তোমার যাচে ঈশ-পদে।

১৯

সে মহত্ত্বভাব হৃদয়ে তোমার
আজ(ও) বিরাজিছে, তবে কেন হায়!
শিশুর রোদনে হইলে বিরক্ত?
কর কৃপাদৃষ্টি দুঃখী বাঙ্গালায়।

২০

তব স্থিতি কালে ছিল এ নগরী
দর্শকনিকর-নেত্রতৃপ্তিকর,
ছিল স্রোতস্বতী তীর সুশোভিয়া,
বিচারআগার সৌধ মনোহর।

২১

অদূরে দক্ষিণে চারু রাজপথ,
শোভিত দু ধারে পাদপনিচয়,
ছিল ছায়া যার আতপতাপিত
ক্লান্ত পথিকের বিশ্রাম নিলয়।

২২

নগর দক্ষিণে প্রশস্ত বিপণি
ছিল পরিপূর্ণ জন-কোলাহলে,
লাগাইয়া তরি তীরে বৈদেশিক
করিত বাণিজ্য কত কুতূহলে।

২৩

কালের মাহাত্ম্যে অরণ্যে প্রাসাদ,
কালে মহারণ্য ভূপেন্দ্র-ভবন,
স্রোতস্বতী হয় গিরিমরুময়,
অনন্তসলিল মরু, গিরি, বন।

২৪

নাহি সে সুষমাপূর্ণ সৌধাবলী,
রাজবর্ত্ম শোভি মহীরূহ চয়,
বিপুলসলিলা এই পদ্মানদী-
উদরে সকলি হয়েছে বিলয়!

২৫

যে বিচারালয়ে বসিয়া আপনি
সুবিচার দানি তোষিতে সকলে,
পরিবর্ত্তময় প্রকৃতিনিয়মে
গ্রাসিয়াছে তায় অনন্ত সলিলে।

২৬

এ নগরে আর, হায়! দেখিবার
কিবা আছে নর-নেত্র বিনোদন,
আছে ভীমকান্তি 'কারা', 'বড় কুঠী'
নগর-গৌরব শেষ নিদর্শন।

২৭

বোয়ালিয়া তব আদি কার্য্য স্থান
কার্য্য সুদক্ষতা, আর সাধুতায়
হলে বঙ্গেশ্বর, আরও উন্নতি
লভিবে এ ভবে ঈশ্বর-কৃপায়।

২৮

অনশ্বর কীর্ত্তি রাখ ধরাতলে,
হও চিরজীবী বিধির ইচ্ছায়,
মৃদুল শাসনে তোষ প্রজাপুঞ্জ
চির দিন বঙ্গ স্মরিবে তোমায়।

স্নেহাস্পদ ভগ্নাশ যুবকের প্রতি।

১

কি শুনি! হে শরচ্চন্দ্র!* মাগিছ বিদায়
দেশ হতে কি বিরাগে কিশোর জীবনে?
কায়মনে থাকি সদা সুশিক্ষায় রত
কিবা তাপ হায় তব উপজিল মনে?

২

বিশ্ববিদ্যালয়-যশ লভিবার পথ
বিমুক্ত তোমার পক্ষে তোমার যতনে,
তবে আর কেন চিন্তা বল গুণাধার!
অগ্রসর হও ত্বরা লভিতে সে ধনে।

* চিতোরের বীরগান, সাহিত্য-সোপান ও আর্য্য-সঙ্গীত প্রভৃতি রচয়িতা।

৩

জীবন-কুসুমে তব কি হেতু পশিল
দারুণ নিরাশা-কীট—জানিব কেমনে!
আঁধার মানব হৃদে পায় কি কখন
দেখিতে জগতে অন্য মানব নয়নে?

৪

জানি আমি ধরাতলে তুমি নিরাশ্রয়,
স্বজন আত্মীয় হীন দেব বিড়ম্বনে!
কিন্তু তব ভাগ্য-তরু ফলিবে অচিরে
শরৎসুন্দরী কৃপা-বারি বরিষণে।

৫

যাঁহার বদান্যে তব জ্ঞানের নয়ন
বিকাশিল এতদিন, পরম যতনে
পুনঃ সেই পুণ্যবতী পালিবে তোমায়
সুতসম, শিক্ষা দিবে ধন বিতরণে।

৬

কোথা বা সে চট্টগ্রাম দেখিনি নয়নে,
এক গ্রামবাসী মত স্নেহ হয় মনে,
তেঁই সে দেখিতে সাধ,—অমিয় বচন
বরষি আর কি হায়! জুড়াবে শ্রবণে?

৭

নিরাশা-পীড়নে যদি ছাড়ি অধ্যয়ন
ভ্রমণ করহ তাপে এই ধরাতল,
মানবের হিত কার্য্য কিছু না সাধিলে,
লইবে না তত্ত্ব তব মানব মণ্ডল ;—

৮

অযত্নসম্ভূত যথা কাননকুসুম
ফুটিয়া শুকায়, পড়ে, রহে বনস্থলে,
নাহি লাগে দেবার্চ্চনে তোষেনা মানবে,
লয়না সন্ধান তার মানব মণ্ডলে।

৯

পরিহর তাপ, ত্যজ দুষ্ট নিরাশায় ;
নবোদ্যমে করি পূর্ণ হৃদয়-ভাণ্ডার,
ভারতের দুঃখে দ্রবি, হে ভারতী-সুত !
মধুময় সুসঙ্গীত শুনাও আবার।

১০

হরযে নবীন চন্দ্র পূরব বঙ্গেতে
উদিয়া করিলা কাব্য-সুধা বিতরণ
বঙ্গীয় চকোরগণে ; হে শরত চন্দ্র !
উজ্জ্বল বঙ্গের মুখ তুমিও তেমন।

———

মৃত মহাত্মা কুমার কেদারনারায়ণ রায়

১

কি অদৃষ্ট নৃপবর !
ফাটে এ হৃদয় হায় ! স্মরিতে তোমায়,
বিখ্যাত বংশ উজলি
রোগের জ্বালায় জ্বলি
ত্যজিলে অকালে দেহ, সম্পদ ধরায়।

২

পুঁঠিয়ার পুরাতন পূত রাজকুলে
জনম লভিয়া,
জানিনা কি দোষে হায় !
(কি বলিব বিধাতায় !)
যাপিলে জীবন চির অসুখে জ্বলিয়া।

৩

কুলগ্নে পশিল কাল রোগরূপে হায় !
হৃদয়ে তোমার,
করিলে বহু যতন,
ব্যয়িলে অনেক ধন,
তথাপি আরোগ্য-সুখ পেলেনা কুমার !

৪

আশৈশব রোগ-জীর্ণ দেহ ভার হায় !
সহিতে না পারি,

মুহূর্ত্তে ত্যজিলে তাহা
মানবে দুর্লভ যাহা—
রাজ্যধন, রাজপদ,কিছু না বিচারি।

৫

হায়! যথা মহাহবে মহারথিকুল—
বিপক্ষ-শমন,
জয়াশা ত্যজিলে মনে,
বহুসংখ্য সেনা সনে
শত্রুকরে করে সবে আত্ম-সমর্পণ!

৬

দিনেকের তরে সুখ ছিলনা তোমার—
সদা রোগময়!
আরোগ্য নাহিক যার,
জগতে কি সুখ তার?
বিষ বোধ রাজভোগে, শরীর বৃথায়।

৭

প্রখর রবির তাপে তাপিত হইয়ে রে!
কৃষক মণ্ডল,
প্রফুল্ল, সুদৃঢ়কায়
ভবিষ্যৎ ভরসায়
আকর্ষণ করিতেছে আনন্দেতে হল।

৮

সমস্ত দিনের শ্রমে ক্লান্ত হয় সবে
সুখে নিদ্রা যায়,
নাহি শয্যা পরিপাটী,
উপাধান, শয্যা, মাটী—
রোগীর বেদনা বোধ কোমল শয্যায়!

৯

তরুতলে বসি পান্থ দিবা অবসানে
ক্লান্ত পথশ্রমে,
কি সুন্দর নিরাময়
বলিষ্ঠ সুদৃঢ় কায়!—
রুগ্ন ধনী হ'তে সেও সুখী ধরাধামে।

১০

শরীরী জীবের পক্ষে আরোগ্য রতন
আপার্থিব ধন,
পায় না সকলে তায়।
কি পাপে নাজানি হায়!
নাহি দিলা ধাতা তোমা হেন সুখধন।

১১

মৃদুল স্বভাব, হৃদি মহত্ব আধার
আহা কি সুন্দর!

সদা সত্য প্রিয়ভাষী,
তোষিতে সবে সম্ভাষি
মিষ্টালাপে, ছিল তব পবিত্র অন্তর।

১২

সঙ্গীত, সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাসে কত
করিতে যতন,
নাটকের অভিনয়ে
দেখায়ে স্বধন ব্যয়ে
করিলে পুঁঠিয়াবাসী চিত্ত বিনোদন।

১৩

স্বকরে সম্পদ ভার নিলে কুতূহলে
আহা যেই দিন,
কত উচ্চ আশামনে
করেছিলে সেই দিনে,
দেহ সহ হ'ল তাহা ভস্মেতে বিলীন।

১৪

রোগরূপ কীট যদি না পশিত হায়!
তব হৃদয়েতে,
না হরিত যদি কালে
জীবন তব অকালে,
পারিতে বঙ্গের কত মঙ্গল সাধিতে।

১৫

বহুমূল্য বাদ্যযন্ত্র কোথায় এখন—
শায়ী ধরাতল!
কে করে যতন আর
(সবে করে হাহাকর!)
যন্ত্রীর বিহনে যন্ত্র হয়েছে বিকল।

১৬

কোথা রাজধানী, কোথা উদ্যান সুন্দর—
সকলি আঁধার!
রাজরাণী শোকে ক্ষীণা,
রাজধানী শোভা হীনা,
কাঁদে রাজমাতা হায়! বিহনে তোমার!

১৭

যাও তবে হে কুমার! চির শান্তিধামে
রোগ তাপ হীন;
লইতে পূত জীবনে
ঈশ্বরের নিকেতনে
নিবস চির আনন্দে সুখে চিরদিন।

১৮

হায়! ভবার্ণবে তব জীবন-তরণী
ভাসি কিছুদিন,

ড বিল অতল জলে !
কাদিল সুহৃদ দলে ;
কাঁদিল শোকার্ত্ত এক অনুগত দীন।

কালকবলিত হায় যুগল রতন !*

১

কেন রে নীরব আজি এ নগরী !
কেন অশ্রুময় আঁখি সবাকার !
কেন শুনি হায় রোদন নিনাদ !
নগর মাঝারে ধ্বনি হাহাকার !

২

বিচারক কেন মলিন বয়ান !
কেন পান্থ তব বিষাদিত মুখ !

* রাজসাহীর সর্ব্বপ্রথম উকীল সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দনাথ সেন মহাশয়ের বরদাকান্ত ও কালীকুমার নামক সুশিক্ষিত পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুপলক্ষে। বরদাকান্ত বি. এল পাস করিবার বর্ষত্রয় পরে এবং কালীকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বি. এল পাস করিবার অব্যবহিত পরেই অকস্মাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া একই সময়ে বৃদ্ধ পিতার ক্রোড় শূন্য করিয়া পলায়ন করেন।

কেন ঘরে ঘরে নীরব সকলে !
ত্যজি শোকশ্বাস লাববে দুঃখ।

৩

কেন অশ্রুবিন্দু না হ'তে পতন
হয় অশ্রুবিন্দু উদয় আবার !
কি সন্তাপ হায় পশিল মরমে
উথলিছে কেন শোক পারাবার !

৪

কি বলিলে স্মৃতি ? গোবিন্দ নাথের
প্রাণ সম আহা ! তনয় যুগল
(বিনা মেঘে মরি ! বজ্রাঘাত প্রায়)
পশিল অকালে কালের কবল !

৫

হায় রত্নযুগ হারালে নগরি !
পাইবে কি ফিরি তেমন আর !
আদি 'এমে' হয়ে রাজসাহী মাঝে
উজলিল মুখ কালী কুমার।

৬

আর কি দেখিবে সে চারু বদন ?—
পাইতে দেখিতে, থাকিত রে যদি

দ্বিজ দ্বৈপায়ন, সে মধুসূদন,
যাহাদের আহা! অপূর্ব্ব কৌশলে
মৃত আত্মা সহ হত সম্মিলন।

৭

হায় রে! যে গৃহে চির সুখ শান্তি
সৌভাগ্য বিরাজ করিত কেবল,
সেই গৃহ এবে শ্মশান সমান!
কাঁদে বৃদ্ধ, শিশু বিধবার দল!

৮

হায়! ফাটে বুক হে কালীকুমার!
(ভাগ্যহীন তুমি!) স্মরিতে তোমায়!
চতুর্দ্দশ বর্ষ যাপি নিশি জাগি,
যতনে লভিলে উপাধি বৃথায়!

৯

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে দিন
বাহিরিলে লভি উপাধি উত্তম,
আশাবীজ যত রোপিলে হৃদয়ে,
বিনাশিল কাল-নিদাঘ বিষম!

১০

নবোদ্যমে পূর্ণ বিপুল বাসনা—
কর্ম্মক্ষেত্রে যেই করিবে প্রবেশ,

করিবে জনমভূমি-মুখোজ্জ্বল,
অমনি কৃতান্ত পরশিল কেশ!

১১

না হ'ল মরতে সুখের সম্ভোগ,
না হইল পূর্ণ তব অভিলাষ,
না লাগিলে হায়! পৃথিবীর কাজে,
বনমাঝে যথা কুসুম সুবাস।

১২

ভ্রাতৃ-স্নেহে ভুলি তাত, খুল্লতাতে,
ভুলি প্রিয়তমা (চির অভাগিনী!)
অকালে দুঃসহ যাতনা-অনলে
নিক্ষেপিলে সবে দহিবারে প্রাণী।

১৩

বরদাগোবিন্দ!
"বঙ্গভ্রাতা" বলি সম্ভাষিতে সদা,
বাসিতাম ভাল, বাসিতে তেমন;
আদরে পড়িতে "পলাশীর যুদ্ধ,"
স্বাধীনতা-প্রিয় ছিল তব মন।

১৪

"হিন্দুরঞ্জিকা"য় লিখেছ প্রবন্ধ
বঙ্গীয় ভাষায় করিয়া যতন,

করিতে আদর স্বদেশ-ভাষায়,
বঙ্গগ্রন্থ পাঠে ছিল আকিঞ্চন।

১৫

পরমনে ব্যথা দেও নাই কভু,
মিষ্টভাষে সদা তোষিতে সকলে;
তোমাগত প্রাণ তাত, খুল্লতাতে
হানি শোকশেল কেমনে চলিলে?

১৬

কতই সাধের সন্তান তোমার
শিশু ‘কালীপদ’ সোহাগের ধন,
ক্রোড়ে ভিন্ন যার ছিলনা বসতি
এবে সে কাঁদিছে পড়ি ধরাসন।

১৭

কত ভাল হায়! বাসিতে যাহায়,
দেখ একবার কি দশা তাহার—
কাঁদি ক্ষত-শির পতিব্রতা নারী,
বহে অশ্রুসহ শোণিতের ধার!

১৮

পূজ্যপাদ তব জনক স্থবির
(তোমাদের সুখ বাড়া'বার তরে)

আরও উন্নতি দেখিবে আশায়
আছে এতদিন আবদ্ধ সংসারে।

১৯

নিরদয় কাল ভেঙ্গেছে সে আশা!
হরেছে যুগল নয়নের মণি!
এ কুবার্ত্তা যবে পশিবে শ্রবণে, *
মহাশোকে প্রাণ ত্যজিবে তখনি।

২০

কি বিচিত্র-গতি অদৃষ্ট-চক্রের!
চির ভাগ্যবান বলিতাম যায়,
এক দিনে হায়! ভাগ্যচ্যুত তিনি—
হেন ভাগ্যহীন কে আজ ধরায়?

২১

বড় ভাল তুমি বাসিতে অনুজে,
(ভ্রাতা তব ভালবাসিবার ধন,)
তোমার বিহনে শোক পাবে ব'লে,
যেতে সঙ্গে নিলে সে শান্তি-ভবন।

২২

ডানি হাত যথা ছিন্নমূল হলে
বাম করে করে সে কার্য্য সাধন,

* পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুকালে গোবিন্দনাথ উপস্থিত ছিলেন না।

তোমার অভাবে হেরে তবানুজে
হ'ত শোকশান্তি জীবনরক্ষণ।

২৩

বরদাগোবিন্দ! এত নিরদয়
ছিল কি হে হায়! হৃদয় তোমার?
কেন অনুজেরে নিলে সঙ্গে করি।
সোণার সংসার করে ছারখার?

২৪

ভাবিলে না ভ্রমে সংসারের দশা,
দেখিলে না সুতে,স্থবির পিতায়,
ভাসাইলে আজি অকূল, অপার
শোক-সিন্ধু-জলে বাল বিধবায়।

২৫

ভ্রান্ত আমি! বৃথা দোষিনু তোমায়,
কে চাহে মরিতে এ তিন ভুবনে?
নিয়তি নিকটে সবে পরাজয়
ধনী, মানী, জ্ঞানী,দীন, মূর্খজনে।

২৬

হে নিষ্ঠুর কাল! কাল না বিচারি
হরিলি অকালে যুবক যুগল,

যাহারা জীবনে পরম যতনে
পৃথিবীর কত সাধিত মঙ্গল।

২৭

কত নিরাশ্রয় বিদ্যার্থী বালকে
দিয়াছে আশ্রয়, করেছে পালিত,
তোষিয়াছে কত দরিদ্র দুর্ব্বলে,
সেধেছে নিরন্ন স্বজনেরও হিত।

২৮

একে নিয়ে দশে কর নিরাশ্রয়,
(এ কু বিধি হায়! কেন বিধাতার?)
গতিহীন দীন রুগ্নশয্যা-শায়ী
সাধিলে, না যাও নিকটে তাহার।

২৯

জনপূর্ণ ভবে যার কেহ নাই,
বৃক্ষমূল মাত্র আশ্রয় যাহার,
গলিতশরীর গন্ধে খায় কীট,—
সাধিলে না যাও নিকটে তাহার।

৩০

কেন কর নর! দেহের গরিমা,
বাসনার বৃক্ষ বাড়াও ভবে,

দেখিয়া শিখ না কি আশ্চর্য্য হায় !—
এই দশা শেষে সবার হবে।

৩১

হে গোবিন্দনাথ !
মৃত পুত্র তরে না কর ক্রন্দন,
মজিওনা বৃথা শোকের আবেশে,
ভুলি ভূত কথা, ভাবি ভবিষ্যৎ
চিত্ত সমাধান কর পরমেশে।

৩২

যাও ভ্রাতৃযুগ ! চির শান্তিধামে,
ভুলিব না তোমা জীব যত দিন ;
স্মরণার্থ এই কৃতজ্ঞতা-হার
আশীষি অর্পিলা "বঙ্গভ্রাতা" দীন।

আবার হইল কি রে অশনিপতন !

১

পশিতে নগরে যেই করি পদার্পণ,
কাঁপিল হৃদয় হায় ! সহসা আমার,
শুনিলাম যে সংবাদ হৃদি-বিদারণ—
এ নগরী করি আজি। চির অন্ধকার

২

প্রাতে অস্তমিত প্রিয় সুহৃদ আমার,
মাতৃ-অঙ্ক-সুশোভন সে "চন্দ্রভূষণ"—
ত্যজিয়াছে মায়াময় নশ্বর সংসার,
কাঁদাইয়ে বন্ধুগণে বান্ধব-রতন।

৩

প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি, পবিত্র, সুঠাম,
সদা মৃদুহাস্যময়, বিশাল লোচন,
স্মরিতে নয়ন-বারি বহে অবিরাম,
তরুণ যৌবনে তার অকাল মরণ !!

৪

অনির্ণীত রোগে আহা ! বিনা চিকিৎসায়
রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে বন্ধো ! ত্যজিলে জীবন !
বৈদ্যগণ প্রদানিল ঔষধি বৃথায় ;
এ মহা শোকের শান্তি হবে না কখন।

৫

অগ্রজ-আজ্ঞানুবর্ত্তী তব সম আর
দেখি নাই কভু আমি এ মর নয়নে,
কেমনে ধরিবে প্রাণ অগ্রজ তোমার
হারাইয়া তোমা হেন অনুজরতনে !

৬

হায় রে ! স্মরিতে শোকে শিহরে হৃদয়—
যার লিপি দেখাইতে যতনে আমায়,
অনন্ত দুঃখের নীরে, হইয়ে নির্দ্দয়,
কেমনে ডুবালে পতিপ্রাণা বনিতায় !

৭

একটী তনয় যদি থাকিত তাহার,—
তোমা স্মরি অধীর হইত যবে চিত,
উচ্ছসিত হ'ত যবে শোক-পারাবার,
সুতে হেরি শোক-শান্তি হ'ত কথঞ্চিৎ।

৮

না সরে লেখনী হায় ! স্মরিতে তোমায়,—
স্থবিরা মাতার এবে কি হবে উপায় !
তব সম পুত্র-রত্ন হারায়ে তাঁহার
জীবন যাইবে শোকে অন্তিম দশায় !

৯

বদান্য,পরোপকারী,বিপন্ন-আশ্রয়,
গুণগ্রামে ছিল তব দেহ বিভূষিত ;
বঙ্গভাষা-অনুরাগী ছিলে অতিশয়,
শ্রদ্ধায় শুনিতে কত বঙ্গ-সুসঙ্গীত।

১০

প্রাচীনের স্নেহাস্পদ, বান্ধব যুবার,
অনুগত-জনগণ-ভরসার স্থল,
বালকের পিতৃকল্প,প্রিয় সবাকার—,
তাই রে বিষয় শোকে হৃদয় বিকল !

১১

অভিনয়ে রঙ্গাঙ্গনে দর্শকনিকরে
কাঁদাইলে, কাঁদে এবে দোকানী বাজারে,
মাতা, ভ্রাতা, বনিতায়, চিরদিন তরে
কাঁদাইলে, কাঁদাইলে বান্ধব সবারে।

১২

হে বিধাতঃ ! বাম কেন বোয়ালিয়া প্রতি,
বরদা, কালীর তরে করিছে ক্রন্দন,
সেই মহা শোক নাহি হইতে বিস্মৃতি,
পুনঃ এক রত্ন হায় ! করিলে হরণ !

১৩

হায় ! যথা অশ্রুবিন্দু না হ'তে পতন,
আর এক বিন্দু পুনঃ হয়রে উদয়,
তেমতি একটী নাহি হ'তে বিস্মরণ,
আর এক শোকে পুনঃ দহিলে হৃদয়।

১৪

যাও তবে হে সুহৃদ্! শান্তি-নিকেতনে,
সততার পুরস্কার থাকে যদি সেথা,
নিবসিয়ে চিরানন্দে পুণ্যাত্মার সনে,
অবশ্য লভিবে শান্তি, না হবে অন্যথা।

হরিল কি কাল ওই মোক্তার-রতন!*

১

কে তুমি দাঁড়ায়ে? শমন কিঙ্কর!
যাও চলি হেথা হ'তে,
পবিত্রজীবন— দীননাথ-দেহ
নারিবে কদাপি ছুঁতে॥

২

মহৎ যে জন পাপের ছলনে
ভুলে নাই কোন দিন,
ভবে পুণ্যবান, অন্তিম কালে কি
হইবে তব অধীন?

* গোয়ালিয়ার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান মোক্তার বদান্য দিননাথ সিংহ।

৩

রাজ-কর্ণে দান— বার্ত্তা না দানিয়া,
না করি পাত্র বিচার,
অসংখ্য মানবে অন্নদান হেতু
নাহি কি রে পুরস্কার?

৪

জীবনে যে জন অর্জ্জি বহু ধন,
থাকি সদা ন্যায় পথে,
কত দীন জনে (নহে যশ হেতু)
পালিয়াছে বিধিমতে;

৫

বিপন্নের ত্রাতা, আশ্রিত-পালক,
দীনে অতি দয়াবান,
এ মর নয়নে অন্যে না দেখিব
এ দীননাথ সমান॥

৬

অর্দ্ধ শতাব্দীর অর্জ্জিত সম্পদ
বিতরিয়া সাধু কাজে
নির্দ্ধন যে জন,— তার কি মরণে
যমালয় যাওয়া সাজে?

৭

যাও চলি ত্বরা তব প্রভুপাশে,
বল তাঁরে দূতবর !
"নারিনু পালিতে তবাদেশ প্রভো !
সে নহে পাপাত্মা নর।"

৮

পর-উপকারী, সত্য-প্রিয়ভাষী,
বহুদর্শী বিজ্ঞবর,
উদারপ্রকৃতি উপদেশ দিতে
আছিলে অতি তৎপর।

৯

বাক্‌পটুতায় ছিলে সুপণ্ডিত,
বিপক্ষ হ'ত স্তম্ভিত ;
ভীষ্ম সনে রণে পরপক্ষ যথা
হইত সতত ভীত ॥

১০

মৃত্যু-পূর্ব্বদিনে স্বীয় শক্তিবলে
সাধিয়া আপন কাম,
নিশি সুপ্রভাতে ইচ্ছা-মৃত্যু সম
লভিলা চির বিশ্রাম ॥

১১

হা !—মধুসূদন বঙ্গকবিবর
হইয়া যেমন ঋণী
গেলা পরলোকে, মোক্তার-রতন !
তোমার সে দশা শুনি।

১২

শোক হয় মনে তব ভাগ্য স্মরি—
করেছ বহু অর্জ্জন,
না শোধিয়া ঋণ (হউক সংকায)
ব্যয়িলা সকল ধন।

১৩

যাও চলি চির শান্তি-নিকেতনে,
নিবস পূণ্যাত্মা সনে ;
সুখে থাক সদা (করি আশীর্ব্বাদ)
ভবেশে ভাবিয়া মনে।

১৪

হায় রে ! জগতে মোক্তার বলিতে
বোঝে সবে পাপাচারী ;
এ অভাগা জীবে (বিধি কি হে বাম ?)
নিন্দে নরে না বিচারি।

১৫

দেখুক তাহারা মোক্তারমণ্ডলে
ছিল কি নর-রতন ;
ভ্রমান্ধ মানব মোক্তার-সমাজে
ঘৃণ্য ভাবে অকারণ।

১৬

সব সম্প্রদায়ে আছে সদসৎ,
না দেখি কেন তা সবে,
বৃথা উপহাসে মোক্তারের কুলে !
এরাই কি দোষী ভবে ?

কল্পনা না সত্য ?

একদা নিশীথে আমি চিন্তাকুল মনে
ছিলাম শয়নে, আবরিলে নিদ্রা দেবী
নেত্রদ্বয় মম, কহিলেন ক্ষণপরে
কোন্ জন যেন আহা ! আশ্চর্য্য বারতা—
"ছিল বঙ্গে যে নিন্দিত পরিণয়-প্রথা
পূর্ব্বে প্রচলিত, এবে হ'ল তিরোহিত।
স্থবির, বধির, অন্ধ কিম্বা খঞ্জ হ'তে
পাইলে প্রচুর ধন, অর্থলোভী পিতা

ডুবা'তেন, পাত্রাপাত্র কিছু না বিচারি,
দুহিতা-রতনে হায় ! কুপাত্র-সাগরে !
যে ফল ফলিত তাহে কে না জানে ভবে ?
স্মরিলে সে কথা চক্ষে বহে বারিধারা !
ধন-ক্রীতা স্থবিরের বনিতা দুখিনী
যাপিত যামিনী দিবা বিষাদিত মনে ;
কেহ বা অধীরা হ'য়ে গরল ভক্ষণে
নাশিত জীবন, নিন্দি নৃশংস পিতায়।
কেহ কুল, মান, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি বাহিরিত দুখে,
অর্থলোভে অপাত্রেরে তনয়া-দানের
পরিণাম প্রদর্শি'তে যেন স্ব পিতায়।
ঘটিতেছে ব্যভিচার এই পরিণয়ে
শাস্ত্র-বিগর্হিত, দেখি বঙ্গ বুধগণ
করি মহাসভা আজ নিবারিল তায়।
অই শুন আদেশিছে সবে উচ্চ নাদে,
'লইবে না পণ কেহ সুতায় বিকায়ে
আর, বৃথা অর্থতরে ধর্ম্মে অনাদরি ;
দিবেন বিবাহ যথা শাস্ত্র-অনুমত।'
চেয়ে দেখ কি আনন্দ আজ বঙ্গভূমে,

উজ্জ্বল হইল মরি! সবার বদন।
আভিজাত্য বঙ্গ মাঝে আর কিছু দিন
রবে ক্ষীণ তেজে, যথা প্রভাতপ্রদীপ।"
জাগি এ সুবার্ত্তা শুনি, শুধাইনু ধীরে
কল্পনা দেবীরে আমি বিনয় বচনে—
"সত্য কি না এ কাহিনী? কহ দয়াময়ি!"
উত্তরিলা দেবী, "আমি মানস-কল্পনা—
উদাসীন যত দিন বঙ্গীয় সমাজ
দূরিতে কুরীতি হেন, হবেনা সফল
তোমার এ স্বপ্ন, বৎস! কহিনু তোমায়।"

শরৎকালে বিদেশস্থ ভগ্নাশ বাঙ্গালীর বঙ্গভূমির প্রতি।

১

বৎসরের মধ্যে দেশে
আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে
আনন্দে মগন, বঙ্গ, দেব-আবির্ভাবে।
শারদীয়া, দীপান্বিতা,
কার্ত্তিকেয়, উমাসুতা
পূজে বঙ্গবাসী নর মহা ভক্তিভাবে॥

২

দাসের ছিল মা! সাধ
পূজিতে দেবীর পাদ,—
বিফল বাসনা, হায়, দৈব বিড়ম্বনে!
হতপুত্র-শোকানলে
এ পাপ হৃদয় জ্বলে,
না দেখিব সে পরব আর এনয়নে—

৩

স্থির করি অবশেষে
আইলাম এ সুদেশে, *
দেখিলাম মোক্ষধাম তীর্থ অগণন;
দেবমূর্ত্তি যত আছে,
নাহি মা! এ তব কাছে,
আকুল হেরিতে তোমা তবু কেন মন?

৪

দারা পুত্র পরিহরি
হইলাম দেশান্তরী,
তাই কি বাসনা বাসে যাইতে আবার?

---

* উত্তরপশ্চিম প্রদেশ।

কিম্বা তব স্নেহগুণে
ইচ্ছা যাইতে ভবনে ?
মাতৃভূমি ! তোমা বিনে জগত আঁধার !

মুমূর্ষু যুবার স্বপ্নে মাতৃ দর্শনে খেদ।

১

কেন জন্মিলাম এই ধরাতলে,
নাহি সাধিলাম মানবের হিত ;
কেন ভ্রমিলাম বৃথা নানা দেশে,
না পাইল শান্তি এই পাপ চিত !

২

আছে শান্তি যার সুখী সেই জন,
অভাগার মনে কেন শান্তি নাই—
মাসেক হইল পীড়িত-শয্যায়
শুইয়া সতত ভাবিছি তাই।

৩

পীড়িতের নিশি দীর্ঘ যে কতই
যে পীড়িত সেই জানে,
কত কু স্বপন কত বিভীষিকা
দেখি নিত্য রাত্র দিনে !

৪

জীবনে যাঁহার পবিত্র মূরতি
দেখি নাই কোন দিন,
শিয়রে আসিয়া জননী আমার
হয়েছেন সুআসীন।

৫

"কেন স্নেহময়ি ! প্রসবি আমায়
অসময়ে তেয়াগিলে ?
জানি নাই আমি জননী কেমন,
মাতৃ-স্নেহ কারে বলে।

৬

স্তন-দুগ্ধ কেন দিলেনা জননি !
কি পাপ ছিল আমার,
কেন তেয়াগিলে সোণার সংসার
অভাগা নব কুমার ?

৭

না ফুটিতে মোর জ্ঞানের নয়ন,
মধুর "মা" বুলি মুখে,
কি খেদে জননি ! পতি পুত্র ত্যজি
গেলা চলি পরলোকে ?

৮

পূণ্যবতী তুমি, পতি পুত্র রাখি
গেলা চলি পূণ্যলোকে,
গলগ্রহ রূপ আমায় লইয়া
জনক তাপিত শোকে।

৯

কষ্ট সহি পিতা দ্বাদশ বৎসর
পালি এ পাপ সন্তান,
না পারি সহিতে পামরের ভার
করিলা স্বর্গে প্রয়াণ।

১০

সেই দিন হ'তে এ পাপ জীবনে
পাইনু দুঃখ অশেষ,
শুইনু কবার মরণ-শয্যায়
বাঁচিনু ভুগিতে ক্লেশ।

১১

এত দিন পরে হলো কি স্মরণ
অভাগা সন্তানে তোর?
তাই কি জননি! স্বর্গ পরিহরি
এসেছ শিয়রে মোর?

১২

দশ মাস মাত্র হায় মা। যখন
বয়ক্রম অভাগার,
অবোধ শিশুরে কেন তেয়াগিলে
হইয়ে স্নেহ-আধার?

১৩

জানি নাই—কিন্তু পড়েছি, দেখেছি,
করিয়াছি আকর্ণন,
সন্তানের তরে করেন জননী
স্বীয় সুখে বিসর্জ্জন।

১৪

হইলে পীড়িত প্রাণের কুমার,
জননী কোলেতে করি,
পুত্রমুখ চেয়ে থাকেন সতত
নিদ্রাহার পরিহরি।

১৫

মাসেক হইল পীড়িত-শয্যায়
শুইয়া শর্ব্বরী দিন,
গাত্র-দাহে সদা জ্বলি ছট্‌ফটি,
যাতনায় তনু ক্ষীণ।

১৬

আমারে নিদয় হইয়া জননি !
পাসরি সন্তান-দুখ,
যাতনা নাশিতে না করি যতন
কেমনে হলে বিমুখ ?

১৭

প্রাণের সহিত প্রাণ দিয়ে আর
কে দেখে জননী বিনে ?
হতভাগ্য আমি ! তেঁই মাতৃহীন
আশৈশব, পূণ্যহীনে !

১৮

মাতা নাই যার, সোণার সংসারে
বৃথা এ সংসার তার,
মনে শান্তি নাই সংসারে অসুখ
বিনা সে স্নেহ-আধার !

১৯

যত বন্ধুগণ আসে,দেখে নিত্য
সামাজিক রীতি মতে ;
"আছেন কেমন ?" শুধালে কেবল
যায় কি যাতনা তাতে ?

২০

হা ঈশ্বর ! তুমি অনাথের নাথ,
কেন এ পাপের যাতনা বাড়াও ?
নাশ রোগ, কিম্বা সাঙ্গ করি মম
ভবযাত্রা, তব ধামে লয়ে যাও !

২২

রক্ষ হে ঈশ্বর ! বিতরিয়ে দয়া
অবোধ বালকে আশ্রয়বিহীন,
রক্ষ বনিতায় হলে অনাথিনী,—
এই ভিক্ষা যাচে চিরদাস দীন।

মাতঃ জন্মভূমি ! যাচিনু বিদায় !

১

পূত নদী-কুলে স্থিতি হেতু তব
হয়েছিল মাগো ! "গাঙ্গইল" নাম,
এবে সে আত্রেয়ী শূন্য-নীরা হায় !
তুমিও এখন বিষাদ ধাম !

২

তোমার সমৃদ্ধি ছিল মা যখন,
নাচিত আত্রেয়ী লহরী ছলে,

সুখের বারতা জানা'তে সাগরে
অবিরাম গতি যাইত চলে।

৩

বিপুল সলিলে সলিল-বিহারী
আছিল অগণ্য প্রাণী সকল,
বিবিধ প্রকার বাণিজ্য-তরণী
আছিল শোভিয়া নদী-বক্ষঃস্থল।

৪

ছিল সুখী তব তনয় সকলে,
জনপূর্ণ তুমি ছিলে মা যখন,
দারিদ্র্য-বেদন জানিত না কেহ
কুশলে সকলে যাপিত জীবন।

৫

ধনী, বৈদ্য, নদী, শ্রোত্রিয়, রাজন—
বাস হেতু যাহা প্রয়োজন হয়,
সুশস্য-শালিনী সমতল ভূমি,
তোমার অঙ্কেতে ছিল সমুদয়।

৬

হায় মা! সে দুঃখ লিখিব কেমনে?
স্মরিতে উপজে যাতনা হৃদি—

তব ভাগ্য সনে হয়েছে অন্তর
সে পূতসলিলা আত্রেয়ী নদী।

৭

ছিলে যবে ধনী, পরধনহারী
দস্যু হ'তে যেন রক্ষিতে তোমায়,
পরিখা-রূপিণী ছিল সে তটিনী,
শুষ্ক এবে, কেন রহিবে বৃথায়?

৮

কিম্বা লো আত্রেয়ি! তব তীরে মোর
পিতৃকুল ক্রমে হইল সংহার,
সহিতে না পারি তাই কি সে শোক
শুকায়ে হৃদয় হয়েছে বিদার?

৯

কাল নিদাঘেতে জলরাশি তব
শোষিয়াছে, আছে খাত মাত্র সার,
সলিল-গলিত মৃন্ময়ীপ্রতিমা-
দেহ যথা মরি! সন্তাপ-আধার!

১০

নাই জলচর জীবশ্রেণী, নাই
নদী হৃদি শোভি তরণী সকল,

আছে চিহ্নমাত্র গো-দেহ-পঞ্জর,
শবদাহ-স্থান শ্মশান কেবল।

১১

নাই অবিরাম জন কোলাহল,
জনশূন্য প্রায় তব অঙ্ক স্থল,
আছে যে ক জন—আপন কলহে
মজিছে, ভোগিছে দারিদ্র্য-অনল।

১২

নিবিড় অরণ্যে ঘেরিয়াছে তোমা,
শুষ্কনীর কূপ, তড়াগ সকল;
অল্পমাত্র নীর যদি কোন স্থানে,
ঢাকিয়াছে তাও শৈবালের দল।

১৩

শুভক্ষণে মাতঃ! মম পিতৃগণে
আপন গরভে দিয়াছিলে স্থান,
জনমিয়া তাঁরা যথাসাধ্য সাধি
তব হিত, এবে করেছে প্রস্থান।

১৪

সেই বংশজাত আমি কুলাঙ্গার!
বৃথা গর্ভে স্থান দিলে অভাগায়,

রাখিতে
তোমায়!

১৫

...রায়ে জনক জননী অকালে,
দৈব বিড়ম্বনে হয়ে পরাধীন,
ত্যজিলাম তোমা মাতঃ জন্মভূমি!
ভুলিব না কিন্তু জীব যতদিন।

১৬

সংসার-সাগরে জনক-তরণী
ছিল যে আশ্রয় শৈশব জীবনে,
ডুবিল অকালে, ভাসিনু অকুলে—
নিরাশ্রয়ে মাতঃ! রহিবে কেমনে?

১৭

একে অসহায়, পিতৃ-শোক তায়
বিন্ধিল মরমে, হইনু আকুল,
না দিল আশ্রয় কেহ সে সময়!
কেন দিবে যারে বিধি প্রতিকূল?

১৮

কহ জ্ঞাতি বন্ধু মা
পালিতে আমায়

ছিল—কিন্তু হ... গো-দেহ-পঞ্জর,
পিতৃমাতৃহীন ...শান কেবল।

১৯

ভাসমান যথা অবান্ধব শব
পবন-হিল্লোলে যায় নদী-তটে,
ঘৃণায় তরঙ্গে ভাষায় তাহারে
অনাদরি আহা! আসিলে নিকটে

২০

তব হিত কিন্তু নারিনু সাধিতে
এ মর জীবন যাপিনু বৃথায়!
নিকট মরণ,তাই তব কাছে
মাতঃ জন্মভূমি! যাচিনু বিদায়!!

তং...

সে... কুলাঙ্গার!
স্ব... ল অভাগায়,

J.M.

ছিল—কিন্তু হ গো-দেহ-পঞ্জর,
পিতৃমাতৃহীন শান কেবল।

১৯

ভাসমান যথা অবান্ধব শব
পবন-হিল্লোলে যায় নদী-তটে,
ঘৃণায় তরঙ্গে ভাষায় তাহারে
অনাদরি আহা ! আসিলে নিকটে

২০

তব হিত কিন্তু নারিনু সাধিতে
এ মর জীবন যাপিনু বৃথায় !
নিকট মরণ,তাই তব কাছে
মাতঃ জন্মভূমি ! যাচিনু বিদায় !!

তব

সে কুলাঙ্গার !
বৃ ল অভাগায়,